সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও প্রস্তাব সমূহ

রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তরুণ মজুমদার-ওয়াসিম কাপুর-গীতেশ শর্মা মঞ্চ

প্যালেস্তাইন সংহতি নগর

সুবর্ণ বণিক সমাজ হল

৪৭ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৩

আমাদের শান্তি মিছিলে সিন্ধু চলমান
যুদ্ধ-খোর সভ্যতার শত্রুরা সাবধান।।

AIPSO

AIPSO

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

স্থান
তরুণ মজুমদার-ওয়াসিম কাপুর-গীতেশ শর্মা মঞ্চ
প্যালেস্তাইন সংহতি নগর

সুবর্ণ বণিক সমাজ হল
৪৭ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ
কলকাতা ৭০০ ০১৩

রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন
রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মুখবন্ধ

১.১) আমাদের প্রিয় সংগঠন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে আজ আমরা মিলিত হয়েছি। যেসব সংগঠন, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

১.২) এ আই পি এস ও-র তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর। তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে এ আই পি এস ও-র দুটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২০ সালের ৩-৫ জানুয়ারি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এবং গত ৪-৫ মার্চ (২০২৩) পাঞ্জাবের চন্ডীগড়ে।

১.৩) আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা মূলত জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকি। রাজ্য সম্মেলন রাজ্য ও জেলায় সংগঠনের কাজের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের ভিত্তিতে আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনের নতুন রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচিত করবে।

১.৪) একথা অনস্বীকার্য যে, রাজ্যে এ আই পি এস ও-কে সাংগঠনিকভাবে প্রসারিত করার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে সামগ্রিক বিচারে এক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। এ আই পি এস ও-র সর্বস্তরের সদস্য, সংগঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিকতা ও দায়বোধ ছাড়া সংগঠনের অগ্রগতি সম্ভব হতো না। কোনো অভিনন্দন বার্তাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের লক্ষ্য-- আরও অগ্রগতি, আরও সক্রিয়তা, আরও শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা। আরও অনেক বেশি মানুষকে শান্তি ও সংহতি আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা।

১.৫) চতুর্থ সম্মেলন অভিনন্দন জানায় আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের। গত ২৩ আগস্ট চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফলভাবে অবতরণ করে চন্দ্রযান-৩। ইসরোর বিজ্ঞানীদের টিমে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন ছিলেন। তাঁদের বিশেষভাবে অভিনন্দন।

১.৬) খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে গোটা দেশ ও রাজ্য। শান্তি ও সংহতি আন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে এরকম বহুস্তরীয় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে কিনা সন্দেহ। চতুর্থ সম্মেলনের আহ্বান ঃ 'রক্ষা করো সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিশ্বশান্তি। প্রসারিত করো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংহতি'।

কোভিড-১৯ অতিমারি ও তারপর

২.১) বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর ২০২০ সাল ও ২০২১ সালের অনেকটা সময় বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের সকলকে। গত একশো বছরে মানবসমাজ এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়নি। বিশ্বে প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ অতিমারির প্রকোপে প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২০ সালেই প্রাণ হারান প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে অতিমারিতে মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের হিসাব বলছে, মহামারি শুরুর পর থেকে ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বে করোনায় ১ কোটি ৪৯ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। অভিযোগ, বহু দেশই করোনায় মৃত্যুর তথ্য সঠিকভাবে রাখেনি। মোদী সরকারের বিরুদ্ধেও এরকম অভিযোগ উঠেছে।

২.২) করোনা মহামারির প্রকোপ পড়েছে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও সমাজের উপর। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির। বিশেষত ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া মহামন্দার মধ্যেই এসেছে অতিমারির আঘাত। ফলে সংকট কাটার লক্ষণ নেই। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ক্রমবর্ধমান সমস্যার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে দরিদ্র, শ্রমজীবী ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ মানুষের উপরই। বিশ্বজুড়ে বাড়ছে দারিদ্র, ক্ষুধা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, কর্মহীনতা। সম্পদের বন্টনে চূড়ান্ত বৈষম্য স্পষ্ট। অতিমারির জের এখনও কাটেনি।

২.৩) তবে করোনা মহামারির সময়ও চীন, কিউবা, ভিয়েতনামের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির চিকিৎসাব্যবস্থা বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। আমেরিকাসহ এমনকি বৃহৎ পুঁজিবাদী দেশের করোনাকালীন দুরবস্থা এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের চরম দুর্ভোগের প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার মৌলিক জনস্বার্থবাহী চরিত্র স্পষ্টতর।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

৩.১) রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কিছু গুরুতর এবং অশুভ বৈশিষ্ট্যের পটভূমিতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রতিটি পরিসরে সর্বাত্মক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তৎপর। নিজেদের পছন্দসই মডেলের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে তারা দেশে দেশে সরকার বদলের ফন্দি এঁটেছে। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন দেশে এমনকি সন্ত্রাসী সংগঠনকেও তারা মদত দিচ্ছে। সামরিক জোট ন্যাটোর সম্প্রসারণ করে চলেছে এবং গোপন ও প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। মানবাধিকার নীতি পদদলিত করছে। লঙ্ঘন করছে রাষ্ট্রসংঘের সনদ পর্যন্ত।

৩.২) ঠান্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে গত প্রায় তিন দশকের উপর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। কিন্তু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো সহযোগীরা প্রমাণ করে চলেছে যে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা-মুক্ত শান্তিপূর্ণ বিশ্ব তারা চায় না। সাম্রাজ্যবাদের সামরিক তৎপরতা ও আস্ফালন বেড়েই চলেছে।

৩.৩) স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সামরিক খাতে মার্কিন ব্যয়বরাদ্দ বেড়েই চলেছে এবং বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি খরচ করে। মার্কিন সামরিক ব্যয় ২০২২ সালে ছিল ৮৭৭ বিলিয়ন ডলার, যা বিশ্বে মোট সামরিক ব্যয়ের ৩৯ শতাংশ। চীনের সামরিক খাতে ব্যয়ের চেয়ে তিনগুণ বেশি। ২০২৩ সালে বিশ্বে পারমাণবিক ওয়্যারহেডের সংখ্যা ১২,৫১২টি। ২০২২ সালে মোট বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় ৩.৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২৪০ বিলিয়ন ডলার।

৩.৪) এই সব ঘটনার পশ্চাদপটে রয়েছে বিশ্বায়িত লগ্নি পুঁজির দুনিয়াব্যাপী আধিপত্য কায়েমের বাসনা। এর ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মানবাধিকার, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির মতো স্বীকৃত মূল্যবোধগুলি বিপন্ন হচ্ছে।

ইউক্রেন পরিস্থিতি

৩.৫) ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য ওয়াশিংটন ও সামরিক জোট ন্যাটো'র দায় অনস্বীকার্য। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত। ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপানসহ আরও কয়েকটি দেশ রাশিয়ার ওপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সরাসরি ইউক্রেনের কট্টর দক্ষিণপন্থী সরকারকে প্রকাশ্যে সামরিক সাহায্য করায় এবং রাশিয়াকে হুমকি দেওয়ায় সংঙ্ঘর্ষের প্রকৃতি বদলে গেছে। সংঘর্ষ বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসায় এগিয়ে আসতে হবে সব পক্ষকে।

প্যালেস্তাইন পরিস্থিতি

৩.৬) গত ৭ অক্টোবর (২০২৩) হামাস গোষ্ঠীর আক্রমণকে অজুহাত হিসেবে সামনে রেখে ইজরায়েলের জায়নবাদী সরকারের দখলদার সামরিক বাহিনী প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখণ্ডে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ২৫ হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই নিহত। এই নৃশংসতা নজিরবিহীন। ২০২৩ সাল প্যালেস্তাইনে সবচেয়ে রক্তাক্ত বছর। গত ৭৫ বছর ধরে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে এসেছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সঙ্কট নিরসনের দুই-রাষ্ট্র-ভিত্তিক নীতি ইজরায়েল মানতে চাইছে না। গাজা ভূখণ্ডসহ প্যালেস্তাইনের অবশিষ্ট অংশও ইজরায়েল দখল করে নিতে চায়। আগ্রাসী জায়নবাদকে মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলি।

৩.৭) নয়া উদারবাদের উপর্যুপরি সংকট কাটাতে আমেরিকা যে কোনো সার্বভৌম বিকল্প কাঠামোকে ভাঙতে চায়। দুর্বল করতে চায় বিশ্ব রাজনীতিতে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলি। সেকারণেই চীনের স্বাধীন ও সার্বভৌম বিকাশ তাদের অপছন্দ। আমেরিকার কার্যকলাপ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে। এক্ষেত্রে ভারতসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে সহযোগীর ভূমিকায় নামানোর চেষ্টা চলছে। গণতান্ত্রিক কোরিয়ার বিরুদ্ধেও মার্কিন হুমকি অব্যাহত। গণতান্ত্রিক কোরিয়ার পরমাণুনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জবরদস্তি নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ন্যাটোকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এশিয়াতেও।

৩.৮) কিউবা-বিরোধী মার্কিন হুঙ্কারও তীব্রতর। ২০২১ সালের জুলাইয়ে কিউবায় সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে উস্কানি দেয় মার্কিন মদতপুষ্ট শক্তি। ডেমোক্র্যাট রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের প্রশাসনও চলেছে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দেখানো পথে। কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ আরও তীব্র করতে বাইডেন প্রশাসন কিউবার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে নতুন কায়দায়।

৩.৯) কিউবা ছাড়াও লাতিন আমেরিকার বাম-ঘেঁষা সরকার পরিচালিত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছে আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী দেশগুলি ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধ জোরদার করেছে। বিরোধী দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে সবধরনের বেআইনি মদত দিচ্ছে।

৩.১০) তা সত্ত্বেও বিকল্পের সংগ্রাম অদম্য। ব্রাজিলে ২০২২ সালে মার্কিন-ঘেঁষা দক্ষিণপন্থী জাইর বোলসোনারোকে নির্বাচনে পরাস্ত করে রাষ্ট্রপতি পদে আবার শপথ নিয়েছেন লুলা। নিকারাগুয়ায় সান্দিনিস্তা ফ্রন্টই নির্বাচিত হয়েছে আবার। চিলিতে ২০২২ সালের মার্চে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে বাম-ঘেঁষা ব্রড ফ্রন্টের প্রার্থী গ্যাব্রিয়েলা বোরিক। যদিও আর্জেন্টিনায় সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে জয়ী হয়েছে স্বঘোষিত অ্যানার্কো-ক্যাপিটালিস্ট হিসাবে পরিচিত নেতা জাভিয়ের মিলেই।

৩.১১) পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নেও রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি মানতে চায়নি। কার্বন নির্গমনের দায় তারা চাপাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে। প্রসঙ্গত, নাসা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ক্লাইমেট মনিটর ২০২৩ সালকে এযাবৎ উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা রেকর্ড হারে বেড়ে যাওয়ায় জলবায়ু সংকট অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৩.১২) বিশ্বায়ন পর্বে সব ক্ষেত্রে প্রগতিবিরোধী মতাদর্শগত আক্রমণ বেড়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, জাতিগত বিদ্বেষ, খণ্ড জাতীয়তাবাদ, পরিচিতি সত্ত্বার মতো প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতাগুলিকে চাঙ্গা করা হচ্ছে নয়া উদারবাদকে নিরাপদ রাখতে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির রমরমা। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরাজনীতিকরণপ্রবণতা আলোচ্য সময়ের অন্যতম বৈশিষ্ট। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সামনে আজকের সময়ের চ্যালেঞ্জ অতীতের তুলনায় বেশি জটিল।

৩.১৩) শান্তি ও সংহতি আন্দোলনেও নতুন পরিপ্রেক্ষিত। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অনুপস্থিতি মানেই বিশ্ব শান্তি নয়। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক পরিবেশগত সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অসমতা, বৈষম্য ও সংঘাতের পরিণতিতেই শান্তি বিঘ্নিত হয়। শান্তি জরুরি, কারণ শান্তি মানব সমাজের বিকাশ অগ্রগতির অন্যতম প্রাকশর্ত। আর সংহতি বোধই আধুনিক সভ্য সমাজের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

প্রতিবেশী দেশগুলিতে

৩.১৪) ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির পরিস্থিতিও জটিল। পাকিস্তানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপট অব্যাহত। রাজনীতিতে সেনা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের প্রবণতা বহাল। প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে অবদমিত রাখার স্বৈরতান্ত্রিক চেষ্টা অব্যাহত।

আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের পরে ২০২১ সালের আগস্টে কট্টরপন্থী তালিবানরা ক্ষমতা কব্জা করে। আফগানিস্তানকে তারা আবার মধ্যযুগে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। যদিও এর বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ এবং প্রতিবাদও ফুটে বেরোচ্ছে নানা ঘটনায়।

বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লিগ বিজয়ী হয়েছে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ জীবনে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে নেই। বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে মার্কিন সরকারী নয়া ভিসা নীতি (মে ২০২৩) এবং নানাবিধ কূটনৈতিক তৎপরতা নিসন্দেহে আপত্তিকর ও অবাঞ্ছিত। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমস্যার সুষ্ঠু নিষ্পত্তির বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর যথাযথ পুনর্বাসনে মায়ানামার সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

শ্রীলঙ্কায় প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ২০২২ সালের সরকার-বিরোধী গণবিক্ষোভ (মার্চ-জুলাই) ছিল অভূতপূর্ব। রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস পেলেও সমস্যার মূল কারণগুলি রয়েই গেছে। সেদেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি জনস্বার্থ রক্ষায় সরব ও সক্রিয়।

বিকল্পের সংগ্রাম

৩.১৫) বিশ্ব রাজনীতির শক্তি ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনূকুলে থাকলেও বিকল্পের সংগ্রামও প্রসারিত হচ্ছে। জনবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও গণবিক্ষোভ বাড়ছে। পশ্চিম ইউরোপের বেশ কিছু দেশে আছড়ে পড়ছে ধর্মঘট, প্রতিবাদ বিক্ষোভ। লাতিন আমেরিকায় ওয়াশিংটনী ঐকমত্যের জমি শক্ত করতে এখনও পর্যন্ত অক্ষম সাম্রাজ্যবাদ। পরিস্থিতির নিজস্ব চাহিদা মেনে বিশ্ব রাজনীতিতে দানা বাঁধছে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিও।

৩.১৬) 'সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা' এবং 'ব্রিকস'-র মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থে সরব। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ১৯তম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে আফ্রিকার দেশ উগান্ডায় ১৫-২০ জানুয়ারি (২০২৪)। বিশ্বরাজনীতিতে বহুমেরুত্বের উপাদানগুলিকে সংহত করতে এই উদ্যোগগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

মোদী সরকারের বিদেশনীতি

৪.১) সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিদেশ নীতি স্বাধীন ভাবে নির্ধারিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদেশ নীতির প্রশ্নে মোদী সরকারের ভূমিকা আপোসমূলক। জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে জাতীয়স্তরে মোটামুটি সহমতের ভিত্তিতে বিদেশ নীতির মূল রূপরেখা নির্ধারণের প্রচলিত রীতি মেনে চলার কোনো চেষ্টাই করছে না বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। বিপজ্জনক প্রবণতা হলো, সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করছে বিদেশ নীতি। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

৪.২) বিদেশ নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে ঘরোয়া রাজনীতিতে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ফয়দা লোটার চেষ্টা করেছে বিজেপি। ২০২৩ সালে দিল্লিতে জি-২০ গোষ্ঠীর শীর্ষ বৈঠক নিয়ে 'বিশ্বগুরু' ভাবমূর্তি গড়ার রাষ্ট্রীয় তৎপরতার সঙ্গে দেশের মর্যাদা রক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই।

৪.৩) আন্তর্জাতিক স্তরে মোদী সরকারের আমলে ভারতের মর্যাদা কমছে। মোদী সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের স্বীকৃতি ও মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্রিকস, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চগুলির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও প্রসারের সুযোগ ব্যবহার করতে গেলে স্বাধীন বিদেশনীতি অপরিহার্য।

৪.৪) বিদেশনীতিকে পরিবর্তন করা হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব ভূ-স্ট্র্যাটেজিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার লক্ষ্যে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা পশ্চিমী মার্কিন বহুজাতিকগুলির স্বার্থেই। বিদেশি সেনাদের জন্য আমাদের সামরিক পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগও নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৪.৫) বিশেষ করে ভারত মহাসাগর এবং এশিয়ায় মার্কিন রণনীতির অঙ্গ হয়ে উঠছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে জোট বেঁধে ভারত এখন কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ (চতুর্ভুজ নিরাপত্তা সংলাপ) বা 'কোয়াড'-র শরিক। 'কোয়াড'-কে অনেকে বলছেন, এশিয়ার ন্যাটো। ২০২১ সালের মার্চে 'দ্য স্পিরিট অফ দ্য কোয়াড' শীর্ষক একটি যৌথ বিবৃতিতে কোয়াড সদস্যরা 'একটি মুক্ত এবং উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরে নিয়ম-ভিত্তিক সামুদ্রিক ব্যবস্থা'-র জন্য কাজ করার কথা ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, ২০২১ সালের শেষ দিক থেকে ভারত মধ্যপ্রাচ্য কোয়াড-রও শরিক; যার বাকি তিন শরিক হলো-ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৪.৬) ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্র হলেও মোদী সরকারের আমলে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারত কার্যত অনুপস্থিত। বিগত তিন বার জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে (২০১৬, ২০১৯, জানুয়ারি ২০২৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেননি। ২০২৩ সালের ১৫-১৬ সেপ্টেম্বরে কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত জি-৭৭ গোষ্ঠীর শীর্ষ বৈঠকে ভারত মন্ত্রী পর্যায়েরও কোনো প্রতিনিধি পাঠায়নি। এই মুহূর্তে ১৩৪টি দেশ জি-৭৭-র সদস্য।

৪.৭) প্যালেস্তাইন প্রসঙ্গে মোদী সরকার কার্যত দেশের পুরনো অবস্থান বদলে ফেলেছে। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষের সময় মোদী সরকার খুল্লাম খুল্লা ইজরায়েলের পক্ষ নেয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় এমনকি যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের পক্ষেও ভারত ভোট দেয়নি। জায়নবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের গভীর সাযুজ্য দু'দেশের বর্তমান শাসকের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মোদী সরকার ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইজরায়েল থেকে সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাস্ত্র কিনছে ভারত।

৪.৮) প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও কার্যত শিকেয় উঠেছে। সার্কের মতো আঞ্চলিক মঞ্চগুলিও যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। ওয়াশিংটন তার চীনবিরোধী রণকৌশলে জুড়ে নিতে চায় ভারতকে। ওয়াশিংটন চায়, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে নির্ধারিত হোক ভারত-চীন সম্পর্ক।

জাতীয় প্রেক্ষাপট

৫.১) নয়া-উদারবাদের আগ্রাসী রূপায়ণ, ধান্ধার ধনতন্ত্রকে উৎসাহিত করা এবং ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা এবং জাতিসত্তার ক্ষেত্রে সমাজের সমন্বয়ী বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিপর্যস্ত করে ক্রমশ আগ্রাসন বাড়াচ্ছে হিন্দুত্ববাদ। কর্পোরেট পুঁজি এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অশুভ আঁতাত ভারতীয় গণতন্ত্রের বিপন্নতা প্রতিদিন বাড়িয়ে তুলছে। বিজেপি দ্বিতীয় বার কেন্দ্রে সরকার গঠনের (২০১৯) পর থেকে বিপদ আরও বেড়েছে।

৫.২) আর এস এস-বিজেপি এগোচ্ছে লক্ষ্য স্থির করে। 'হিন্দুত্ব'বাদীরা শাসক শ্রেণীর আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতো নয়। তাদের আসল লক্ষ্য 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা। দীর্ঘ-লালিত সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর মৌলিক চরিত্রকে একের পর এক পঙ্গু করা হচ্ছে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) উন্নয়ন, বহুত্ববাদ, সামাজিক ঐক্য ও সমতা, সহনশীলতা, মানবাধিকার, সংসদীয় ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার স্বতন্ত্রতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের মতো বিষয়গুলি তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

৫.৩) আক্রান্ত সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলি। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি। হিন্দুত্ববাদীরা স্বাধীনতার আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির কট্টর বিরোধী এবং এককেন্দ্রিকতার সমর্থক।

৫.৪) সংবিধান থেকে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত ৩৭০ নং এবং ৩৫এ নং ধারা রদ করার (আগস্ট ২০১৯) মাধ্যমে সংঘ পরিবারের কর্মসূচিই রূপায়িত হয়েছে। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ এবং এককেন্দ্রিকতার যুগলবন্দী। ৩৭০ নং ধারা রদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের ফলে সংঘ পরিবার আরও আগ্রাসী হয়ে উঠলে অবাক হবার কারণ নেই। 'এক দেশ এক নির্বাচন' শ্লোগানের নামেও নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের মর্মবস্তুকে খারিজ করতে চাওয়া হয়েছে। বিধানসভা বা লোকসভায় গরিষ্ঠতা হারানো সরকারকে রক্ষাকবচ দিতে চেয়ে সরকার গঠনে জনগণের হস্তক্ষেপের অধিকার সংকুচিত করতে চাওয়া হয়েছে।

৫.৫) মোদী সরকারের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে নাগরিকের ধর্মীয় পরিচয়কে বিধিবদ্ধভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; যা সংবিধানের মৌলিক নীতির বিরোধী। 'ইন্ডিয়া' বনাম 'ভারত' এই মেকি-বিতর্কও আসলে অতি-জাতীয়তাবাদী আস্ফালন। ইতিহাস চর্চার দফারফা করে 'ইন্ডিয়া' নামকরণের ভুল ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে।

৫.৬) প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতা আক্রান্ত। নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, সিএজি, সিবিআই, আরবিআই কারও রেহাই নেই। সংবিধান রক্ষার স্বার্থে এই সব প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে হবে। এমনকি গত মে মাসে দিল্লিতে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। রাষ্ট্রপতি নন। সংসদীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের রীতিনীতিকে উপেক্ষার এমন নজির নেই বললেই চলে। ধর্মীয় গুরুদের সামনে রেখে যেভাবে সংসদের নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয় তার কোনো পূর্ব নজির নেই।

৫.৭) ২০২৩ সালে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইন, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা আইন এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন দেশের আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধির খোলনলচে বদলে দিয়েছে। বিজেপি'র স্বভাবসুলভ অতিসক্রিয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার লাগসই অস্ত্র হিসেবেই এগুলি ব্যবহৃত হবে।

৫.৮) দেশের সর্বোচ্চ আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' সংক্রান্ত ধারা (১২৪নং) বাতিলের কথা বলেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনে রাষ্ট্রদ্রোহের প্রসঙ্গ আপাতভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু বিলের ১৫০ নং ধারায় এমন বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যা এমনকি ব্রিটিশ আমলের ধারার চেয়েও বেশি স্বৈরাচারী। যথেচ্ছ অপব্যবহারের সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। ইউ এ পি এ আইনের মোদী সরকার-কৃত সংশোধনী অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে দাগিয়ে দিতে পারে সরকার। মোদী সরকার ইতিমধ্যে তথ্যের অধিকার আইনেরও সংশোধন করেছে।

৫.৯) অলিম্পিকে পদকজয়ী মহিলা কুস্তিগিররা শ্লীলতাহানীর অভিযোগের সুরাহা চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতার দম্ভে আইনী ব্যবস্থাকে থোড়াই কেয়ার করছে।

৫.১০) মোদী সরকারের শ্রমিক-বিরোধী শ্রম কোড শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির আইনি অধিকারকে কার্যত লোপাট করে দিতে চেয়েছে। ২০২১ সালের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সময়ও মোদী সরকারের চরম কৃষক-বিরোধী ভূমিকা দেশবাসী দেখেছেন।

৫.১১) বিজেপি আমলে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। অনলাইন পত্রিকা 'নিউজক্লিক'সহ বিভিন্ন মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোদী সরকারের আক্রমণ জরুরি অবস্থার চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে দেশকে ঠেলে দিয়েছে। মোদী জমানায় নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহারের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ বাড়ছে। ডিজিটাল সুরক্ষার নামে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিপদ বেড়েছে। ইউ এ পি এ-র মতো কালা কানুনে সাংবাদিকদের পর্যন্ত জেলে পুরে রাখা হয়েছে।

৫.১২) অতি-সক্রিয় রাষ্ট্র ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি খড়্গহস্ত। সংসদের ভিতরে ও বাইরে ভিন্ন কণ্ঠস্বর দমন করা হচ্ছে নজিরবিহীন হিংস্রতায়। গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ সংসদের দুই কক্ষের মোট ১৪১ জন বিরোধী সদস্যকে সাসপেন্ড করা হয়।

৫.১৩) দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিটি থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নাম ছেঁটে ফেলতে কিছু দিন আগে নতুন আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে মোদী সরকার। স্বাধীন বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে গেরুয়াবাদীদের অসহিষ্ণুতা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।

৫.১৪) ২০২৩ সাল থেকে মোদী সরকার নয়া শিক্ষা নীতি কার্যকর করেছে। দেশের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলির কেন্দ্রীকরণ, গেরুয়াকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণ চলছে পুরোদমে। 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'-র নামে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে গেরুয়াবাদী ভাষ্য। বহুভাষাভাষী ভারতের মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে 'এক দেশ এক ভাষা' নীতিমাফিক জোর করে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেবার হুমকিও শুরু হয়েছে।

মণিপুরে হিংসা

৫.১৫) ২০২৩ সালের বছরের মাঝামাঝি মণিপুরে কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী সঙ্ঘর্ষে মণিপুরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়। হিংসার বলি নারী ও শিশুরা। বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের বিজেপি সরকার শুধু ব্যর্থই নয়, সংঘর্ষ থেকে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টাও করছে শাসক পক্ষ।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য

৫.১৬) আর্থিক ক্ষেত্রে এমন গভীর সঙ্কট স্বাধীন ভারতে হয়নি। বাজারে পণ্যের চাহিদা নেই, কমছে ব্যবসা-বাণিজ্য, নেই নতুন বিনিয়োগ, কমছে রপ্তানি, উৎপাদন কমাচ্ছে শিল্পপতিরা। রাষ্ট্রসংঘ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ব মানবোন্নয়ন সূচকে (২০২৩) ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩০; বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (২০২৩) ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারত ১১১তম স্থানে। ২০২২-এ ছিল ১০৭তম স্থানে।

৫.১৭) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বল্গাহীন বেসরকারীকরণ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তুলছে। ব্যাঙ্ক বীমার বেসরকারীকরণ ক্ষতিগ্রস্ত করছে সাধারণ নাগরিককে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি নজিরবিহীন। পেট্রোল-ডিজেলের দাম সরকার নির্দ্বিধায় বাড়িয়েই চলেছে। বিদেশী ঋণ বাড়ছে বিপুল হারে। মোদী সরকারের নীতির কারণেই কর্মহীনতার সমস্যা নজিরবিহীন। ছাঁটাই হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কর্মী। কিছুদিন আগে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বব্যাংকের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে গ্রামের চেয়ে শহরে বেকারত্বের হার অনেক বেশি। গ্রামে বেকারত্বের হার ৫.৩ শতাংশ, সেখানে শহরে বেকারত্বের হার ৭.৮ শতাংশ। দেশের যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের হার ১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে। দেশের প্রায় ৯০% শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। অথচ ছাঁটা হচ্ছে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ।

৫.১৮) পরিযায়ী শ্রমিকের কোনো তথ্য নেই সরকারের কাছে। করোনার সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের চরম দুরবস্থা দেশের শ্রমজীবী মানুষদের প্রকৃত পরিস্থিতিকে নগ্ন করে দিয়েছে।

'রাম মন্দির'-এর নামে

৫.১৯) এরই মধ্যে বিজেপি-শাসিত উত্তর প্রদেশে রাম মন্দিরের উদ্বোধনকে (২২ জানুয়ারি ২০২৪) কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে চক্ষুলজ্জার ধার ধারছে না সংঘ পরিবার। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মন্দির নির্মাণ প্রকল্প সংবিধানের মূল নীতির বিরোধী। দেশজুড়ে উন্মাদনা তৈরির চেষ্টা চলছে। 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠনের সলতে পাকানোর পর্ব শুরু হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জন্য ইতিহাসকে বেপরোয়াভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। বিজেপি নেতা এল কে আদবানিকে 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়েছে।

৫.২০) আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে মাথায় রেখে বিভেদবাদী প্রতিক্রিয়ার ঘুঁটি সাজানো হচ্ছে। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোকে এভাবে কখনও চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এদেশে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে এক নতুন পরিস্থিতির। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগেই গড়ে তুলতে হবে গণপ্রতিরোধের বহুস্তরীয় ব্যূহ।

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির লড়াই

৬.১) অতিসক্রিয় রাষ্ট্রের হিংস্র আক্রমণ সত্ত্বেও জনগণের বিভিন্ন অংশ প্রতিরোধের লড়াইয়ে শামিল। ২০২০-২১ সালের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন থেমে নেই। অবিরাম আক্রমণের মুখেও আমাদের শ্রমিক, কৃষক, নারী, যুব, ছাত্র, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির অভিযান থেমে নেই।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি

৭.১) ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। বামপন্থী দলগুলি এবং কংগ্রেস বিধানসভায় কোনো আসন লাভ করেনি। বিজেপি রাজ্য বিধানসভায় ৭০টি আসনে জয়লাভ করে। গত বছর মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী জয়লাভ করলেও, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে শাসক দলে যোগদান করানো হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে নৈতিকতার অবক্ষয়ে শাসক দল দ্বিধাহীন।

৭.২) বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও (২০২৩) ভূলুণ্ঠিত হয়েছে নির্বাচকমন্ডলীর অধিকার। রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মেন্টেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০২৩' আসলে সরকার-বিরোধী গণআন্দোলনকে দমন করার নতুন ফন্দি। ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ও পুলিশি সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে। আই এস এফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকে সাজানো অভিযোগে ৪০ দিনের বেশি কারাগারে বন্দী রাখা হয়। বিক্ষোভরত শিক্ষক পদপ্রার্থীদের গ্রেপ্তার করে সাজানো মামলা দেওয়া হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা এবং সোশ্যাল মিডিয়াসহ ইন্টারনেট ব্যবহারে নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার সংকুচিত করা হচ্ছে। সাংবাদিক গ্রেপ্তারেও শাসক দ্বিধাহীন।

৭.৩) শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম নৈরাজ্য। গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে চার লক্ষ। কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা কমেছে নজিরবিহীনভাবে। সরকার-পোষিত শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কার্যত মোদী সরকারের নয়া শিক্ষানীতিই এরাজ্যে চালু করেছে।

৭.৪) তৃণমূল সরকারের আমলে নজিরবিহীন দুর্নীতি নগ্ন হয়ে গেছে বিশেষত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। শিক্ষক পদপ্রার্থীরা মাসের পর মাস রাস্তায় বসে আছেন ন্যায়বিচারের দাবিতে। সরকার দুর্নীতিবাজদের সুরক্ষায় তৎপর। দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচার ঠেকাতে সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা খরচা করা হচ্ছে।

৭.৫) আদালতের নির্দেশে সি বি আই এবং ইডি তদন্তভার গ্রহণ করার পর শিক্ষামন্ত্রী ও স্কুল সার্ভিস কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হয়। খাদ্য কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের আরও এক পূর্ণমন্ত্রী জেলে ঢুকেছেন। তদন্তকারী অফিসারদের শাসক দলের মদতপুষ্ট সশস্ত্র দুষ্কৃতীবাহিনী দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করছে। গরুপাচার থেকে রেশনের চালগম পাচার পশ্চিমবঙ্গকে দেশবাসীর চোখে টেনে নামাতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

৭.৬) রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, রাজ্য সরকারের ঋণের পরিমাণ সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। শিল্পে কোনো বিনিয়োগ আসছে না। রাজ্যে কর্মসংস্থানের অবস্থা শোচনীয় থেকে আরও শোচনীয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সস্তা পরিযায়ী শ্রমিকের সর্ববৃহৎ যোগানদার। করোনা অতিমারিজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের চরম ব্যর্থতা সবাই দেখেছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে কার্যকর কোনো কিছুই করা হয়নি। বর্তমান রাজ্য সরকারের রেকর্ড পরিমাণ আয় হয়েছে মদ বিক্রি থেকে। রাজ্য সরকার উদার সরকারি টাকা উড়িয়ে মোচ্ছবে। আর্থিক অব্যবস্থা, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের আক্রমণে এই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সামাজিক স্থিতি ও শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ।

৭.৭) রাজ্যের শাসক দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত এমনকি ভাষাগত বিরোধ নিয়ে সংকীর্ণ-রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে আর এস এস-বিজেপি-র সঙ্গে। 'রামনবমী' পালন, গঙ্গাআরতি, গণেশপুজো, পুরোহিতসম্মেলন, ঈদের জমায়েতে রাজনৈতিক ভাষণ— পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তির জন্য জমি উর্বর করে চলেছে শাসক দল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিকে দলীয় প্রোপাগান্ডার স্বার্থে আত্মসাৎ করছে। প্রত্যক্ষ সরকারি উদ্যোগে মন্দির তৈরি করা হচ্ছে ভোটের অঙ্ক মাথায় রেখে। ফলত, সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতা বাড়ছে সংখ্যালঘু মৌলবাদেরও।

৭.৮) পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে ভাগ করার লক্ষ্য নিয়ে রাজ্যের কিছু কিছু এলাকায় বিভেদকামী শক্তিগুলি সক্রিয়। অশান্তি ও হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি করে কাজ হাসিল করতে চায়। দার্জিলিঙ নিয়েও চরম সুবিধাবাদী নীতি নিয়ে চলছে ক্ষমতার কাণ্ডারীরা।

৭.৯) বেশ কয়েকটি জেলায় কুড়মি সম্প্রদায়ের দাবি দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্যের কারণে পশ্চিমবঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যার সুস্থ নিষ্পত্তির কোনো লক্ষ্য নেই কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের।

৭.১০) রাজ্য রাজনীতিকে তৃণমূল বনাম বিজেপি সাজানো দ্বৈরথে সীমাবদ্ধ রেখে দক্ষিণপন্থী বিভাজনবাদী রাজনীতির দাপট বজায় রাখতে শাসকশ্রেণী সদা সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে কোণঠাসা করার চেনা ছক।

৭.১১) পশ্চিমবঙ্গে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফয়দা লুটতে নেমে পড়েছে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। নৈরাজ্যের পরিবেশের মধ্যেই রাজ্যে ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। আসামকে বিপর্যস্ত করার পর এন আর সি-র নাম করে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে আরও বল্গাহীন করে হিন্দুত্ববাদীরা রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চায়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক বড় চ্যালেঞ্জ।

৭.১২) তবে লক্ষণীয়, রাজ্যের রাজনীতি সচেতন সকল অংশের মানুষ ক্রমশ বেশি সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের এই হতমান অবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হচ্ছেন। তরুণতর অংশের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট।

এ আই পি এস ও-র সাংগঠনিক অগ্রগতি

রাজ্য প্রেক্ষাপট

৮.১) বিগত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে করোনা অতিমারির ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সংগঠনকে। ২০২০ সাল ও ২০২১ সালের অনেকটা সময় অতিমারির কারণে লকডাউনের দরুণ প্রকাশ্য কর্মসূচীর আয়োজন করা সম্ভব ছিল না। লকডাউনের পর ২০২১ সালের ২৬ জুলাই প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচি পালন করা হয়।

৮.২) তবে লকডাউনের মধ্যেও সাংগঠনিক কাজকর্ম বজায় রাখতে প্রথমে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী ও তারপর রাজ্য কমিটির বৈঠক অনলাইনে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনলাইনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীও পালন করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরের বিশিষ্টদের যুক্ত করে আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা পায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অতিমারির ত্রাণের কাজেও দুতিনটি জেলায় এ আই পি এস ও-র সদস্যরা যুক্ত হয়। লকডাউনজনিত সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হবার পর নতুন উদ্যমে কাজে হাত দেওয়া হয়। প্রায় দু'বছর পর এ আই পি এস ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর অফলাইন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য দপ্তরে ২০২২ সালের ২৮ এপ্রিল।

৮.৩) করোনা অতিমারিসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও গত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে এ আই পি এস ও-র সাংগঠনিক অগ্রগতি ঘটেছে। সংগঠনের পরিচিতি বেড়েছে। এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ভূমিকা সর্বভারতীয় স্তরে বারবার প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্য শাখার প্রতিনিধিরা সর্বভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের কর্মসূচীতেও নিয়মিত অংশ নিয়েছেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বভারতীয় কমিটির নির্ধারিত সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য কমিটি পূরণ করেছে প্রতি বছরই।

৮.৪) করোনা অতিমারি পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার পর নিয়মিত কর্মসূচী পালনে সংগঠন জোর দিয়েছে। কর্মসূচি পালনে বৈচিত্র্য বেড়েছে। কিছু প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে জনসমাবেশ ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। (দেখুন পরিশিষ্ট-১তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে (২০১৯-২০২৩) অনুষ্ঠিত কর্মসূচি) বিভিন্ন সময়ে তাৎক্ষণিক ঘটনার ভিত্তিতেও মিছিল, আলোচনা চক্রের মতো কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের অনেক নতুন মানুষকে সংগঠনের কাজে যুক্ত করা গেছে। কয়েকটি নতুন গণসংগঠনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিশেষত ২০২৩ সালে সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী পালনে উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ভূমিকা স্মরণে রেখে রাজ্য কমিটি গত দু বছর ধরে ১৩ আগস্ট দিনটিকে বেলেঘাটায় বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে। কলকাতা, বিশেষত বেলেঘাটার সর্বস্তরে মানুষ অনুষ্ঠানকে সফল করতে এগিয়ে এসেছেন। জেলাস্তরে প্রচার কর্মসূচী বেড়েছে। তবে কর্মসূচিগুলিতে আরও বৈচিত্র্য আনতে হবে। কুইজ কনটেস্ট, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে।

ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের পার্শ্ববর্তী আই টি সি পার্ক থেকে ধর্মতলা লেনিন মূর্তি পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হয় (৪ মার্চ

২০২২)। এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রথম ইউক্রেন প্রশ্নে প্রথম প্রকাশ্য কর্মসূচীর আয়োজন করে। গত এক বছর ধরে প্যালেস্তাইন বিষয়ে রাজ্য কমিটি লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছে। ২০২৩ সালের ২০-২২ জানুয়ারি চে-কন্য ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারার কলকাতা সফর উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবাসহ বিভিন্ন গণসংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ছাত্র-যুব মহিলা সংগঠন এবং সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংস্থা মিলিতভাবে।

৮.৫) রাজ্য কমিটি বছরের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ দিনকে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে (দেখুন-পরিশিষ্ট-২ বিভিন্ন দিবস উদযাপন)। এর মধ্যে কয়েকটি দিন রাজ্য অথবা এবং জেলাস্তরে উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ আই পি এস ও-র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা পেতে অন্যদের সাহায্য করতেই এই দিবসগুলি স্মরণ করা হয়।

অনলাইন মিডিয়া, বুলেটিন

৮.৬) রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইটটি আপডেট করা হয়েছে। সদস্যদের সাহায্য নিয়ে ওয়েবসাইটকে আরও জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। অনলাইন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহারে দুর্বলতা এখনো রয়ে গেছে। একই অবস্থা রাজ্য কমিটির বুলেটিন 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র। বুলেটিনের নিয়মিত প্রকাশনা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। দুটি ক্ষেত্রেই কারণ অভিন্ন-- নিয়মিত তদারকি করার লোকের অভাব। এই অবস্থা কাটাতে উদ্যোগ নিতে হবে নতুন রাজ্য কমিটিকে। রাজ্য কমিটির ফেসবুক পেজ, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম নিয়মিত আপডেট করতে হবে। প্রতিটি জেলা কমিটি জেলা প্রস্তুতি কমিটিকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করতে হবে এবং ফেসবুক পেজ খুলতে হবে। এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটিকে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশি সংখ্যাক মানুষের কাছে পৌঁছানোর কোনো সুযোগই হাত ছাড়া করা যাবে না।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

৮.৭) শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে সংগঠনের সকল সদস্যের যথাযথ ধারণা রয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। এই দুর্বলতা কাটাতে হবে। এ আই পি এস ও-র বৈশিষ্ট্য এবং আজকের পরিস্থিতিতে সংগঠনের কার্যকারিতা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও সঠিক বোঝাপড়া পরস্পর-নির্ভর। শুধুমাত্র তত্ত্বগত আলোচনা থেকে এই বোঝাপড়া গড়ে উঠা শক্ত। এ আই পি এস ও-র কর্মসূচি এবং কেমনভাবে সেই কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের মধ্যে এই ধারণা গড়ে উঠবে। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের সংগঠকদের এব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে সংগঠন পরিচালনা করতে হবে।

রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনের গৃহীত দলিলগুলি নিয়ে এ আই পি এস ও-র জেলা কমিটি শাখা কমিটির সদস্য এবং সংগঠনের সাধারণ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

জেলা স্তরে

৮.৮) জেলা কমিটি ও জেলাপ্রস্তুতি কমিটি গঠনের ব্যাপারে গত সম্মেলনের সময়কার চেয়ে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। জেলাস্তরে সাংগঠনিক চিত্রের একটি বিবরণ পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৩ জেলাস্তরে এ

আই পি এস ও-র সংগঠন)। দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের (২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর) আগে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় হাওড়া জেলায় (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনের (২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর) আগে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় (১৬ নভেম্বর ২০১৯), হুগলি (১২ ডিসেম্বর ২০১৯) ও নদীয়া (১৪ ডিসেম্বর ২০১৯) জেলায়।

তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন ও চলতি চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের (২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যবর্তী সময়ে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় মুর্শিদাবাদ (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০), পশ্চিম বর্ধমান (৩১ আগস্ট ২০২০), দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১), বীরভূম (৩০ এপ্রিল ২০২২), দার্জিলিঙ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩), পূর্ব বর্ধমান (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩), উত্তর দিনাজপুর (১৪ জানুয়ারি ২০২৪), বাঁকুড়া (২৮ জানুয়ারি ২০২৪)। প্রস্তুতি কনভেনশনের পর প্রথম জেলা সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে হাওড়া, নদীয়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, বীরভূম জেলায়।

৮.৯) জেলাস্তরে সংগঠন গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা মিশ্র। দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও হুগলিতে সংগঠনের তৎপরতা আশাব্যঞ্জক। নদীয়া শুরু করেছিল ভালো। উৎসাহ নিয়ে আঞ্চলিক কমিটিগুলিও গঠন করা হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে সক্রিয়তা বজায় থাকেনি। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তৎপরতায় ঘাটতি রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা এবং বীরভূমেও সংগঠনকে সেভাবে সক্রিয় রাখা সম্ভব হয়নি। হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমানে প্রায় নতুন করে কাজ শুরু করতে হবে।

৮.১০) নতুন রাজ্য কমিটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে আগামী এক বছরের মধ্যে রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেবে। জেলাস্তরে ন্যূনতম ১০০ সদস্য সংগ্রহের পরই প্রস্তুতি কনভেনশনের আয়োজন করা যায় রাজ্য কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে।

৮.১১) তবে জেলা প্রস্তুতি কমিটি / জেলা কমিটিগুলিকে সক্রিয় ও সচল রাখা এবং জেলা স্তরে নিয়মিত কর্মসূচি পালন এক বড় চ্যালেঞ্জ। জেলা কমিটির নিয়মিত বৈঠক (তিন মাসে অন্তত একবার) সুনিশ্চিত করতে হবে। জেলাস্তরে ও আঞ্চলিক স্তরে বছরে ন্যূনতম চারটি কর্মসূচী পালন সুনিশ্চিত করতে হবে। যেখানেই কমিটির বৈঠক নিয়মিত হয় না সেখানেই কর্মসূচী পালনে নিষ্ক্রিয়তা স্পষ্ট। এ আই পি এস ও-র কাজকর্মে অগ্রাধিকার দিতে পারবেন এমন সদস্যদের চিহ্নিত করে বাড়তি দায়িত্ব দিতে হবে।

৮.১২) প্রতিটি জেলা কমিটি জেলা / প্রস্তুতি কমিটিকে আগামী এক বছরের মধ্যে ন্যূনতম চারটি শাখা গঠন করতে হবে। শাখা প্রস্তুতি কনভেনশনের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে ন্যূনতম ৫০ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। শাখা কমিটির নিয়মিত বৈঠক এবং কর্মসূচি পালনের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে দেখতে হবে জেলা কমিটিকে।

সদস্য-সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয়

৮.১৩) রাজ্যস্তরে সমমনোভাবাপন্ন গণসংগঠনগুলির সাংগঠনিক সদস্যপদ গ্রহণ (পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য) এরাজ্যে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের অগ্রগতিতে এই গণসংগঠনগুলির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। গণসংগঠনগুলির সংযুক্তি আমাদের সংগঠনকে সমৃদ্ধ করেছে। এই মেলবন্ধন এ আই পি এস ও-র গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশের প্রশ্নে মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ আই পি এস ও-কে শক্তিশালী করতে এই সদস্য-সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও নিবিড় করে তোলার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। আরও বেশি গণসংগঠনকে এ আই পি এস ও-র সদস্য

করতে হবে। আরও বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে গণসংগঠনগুলি থেকে। সদস্য-সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও নিবিড় করে তুলতে পারলে সদস্য সংগ্রহও বাড়বে।

বহু-প্রবণতা সম্পন্ন

৮.১৪) এ আই পি এস ও-র সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন এবং কর্মসূচী পালনের ক্ষেত্রে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্তিমূলক (ইনক্লুসিভ) ও বহু-প্রবণতা সম্পন্ন চরিত্র বজায় রাখায় আরও যত্নবান হতে হবে। এ আই পি এস ও-র ঐতিহ্য ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতেই তা দরকার। তাহলেই সংগঠন শক্তিশালী হবে।

সদস্য সংগ্রহ ও আর্থিক তহবিল

৮.১৫) সর্বভারতীয় কমিটির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সদস্য পদের কোটা পূরণ করতে রাজ্য কমিটি মোটামুটিভাবে সক্ষম হলেও সদস্য সংগ্রহের সব সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে এখনও অনেক ঘাটতি। নতুন রাজ্য কমিটিকে রাজ্য জুড়ে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ নিতেই হবে। সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে যাতে আগামী রাজ্য সম্মেলনের আগে রাজ্যে এ আই পি এস ও-র সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করা যায়।

৮.১৬) নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ প্রতি বছর ১৫ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এ আই পি এস ও-র সদস্য-গণসংগঠনগুলির সদস্য সংগ্রহ এবং সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজও এই সময়সীমা মেনে সম্পন্ন করতে হবে।

৮.১৭) সংগঠনের সর্বস্তরে সদস্য-রেজিস্টার প্রস্তুত করার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য কমিটি ও সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটিকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৮.১৮) কর্মসূচি পালনের খরচ যে হারে বাড়ছে সেই হারে অর্থসংগ্রহ বাড়ছে না। অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি সাংগঠনিক কর্মতৎপরতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক্ষেত্রে যাবতীয় দুর্বলতা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাটিয়ে তুলতেই হবে।

রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী

৮.১৯) রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক মোটামুটি নিয়মিত করা হয়েছে। (দেখুন পরিশিষ্ট-৫ রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভা) আলোচনার মাধ্যমে সহমতের ভিত্তিতেই সংগঠন কাজ করে।

৮.২০) তবে বিগত রাজ্য কমিটি, এমনকি রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সব সদস্য সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন এমন কথা বলা যাবে না। বৈঠকে উপস্থিতির হারও সবসময় সন্তোষজনক ছিল না। সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য কখনও কখনও সাব কমিটিগুলির বৈঠক করাও শক্ত হয়ে পড়ে। সর্বস্তরে কমিটি ও সাব কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতির হার বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৮.২১) এ আই পি এস ও-র কাজকর্মে অগ্রাধিকার দিতে পারবেন এবং নির্দিষ্টভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এমন সদস্যদের চিহ্নিত করে বাড়তি দায়িত্ব দিতে হবে। মহিলাদের সদস্যভুক্তির ক্ষেত্রেও ঘাটতি দূর করতে হবে। তরুণতরদের সংগঠনে আরও বেশি সংখ্যায় যুক্ত করতে হবে এবং কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। নতুন রাজ্য কমিটিকে এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৮.২২) রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর কাজের ধরণ আরও উন্নত করতে হবে। জেলায় জেলায় সংগঠনের কাজ রাজ্যকেন্দ্র থেকে তদারকির প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের এক্ষেত্রে বর্ধিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। জেলার দুর্বলতা দূর করার জন্য রাজ্যকেন্দ্রকে, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীকে আরও তৎপর হতে হবে।

৮.২৩) রাজ্য কমিটির সাব-কমিটিগুলির (যেমন, অর্থ এবং সদস্য সংগ্রহ সাব কমিটি, প্রোগ্রাম সাব কমিটি, প্রকাশনা সাব কমিটি ও বুলেটিন সাব কমিটি, দপ্তর সাব-কমিটি এবং ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া সাব কমিটি) যথাযথ সক্রিয়তায় ঘাটতি ছিল। সংগঠনে যৌথ কাজের ধারা উন্নত করতে সাব কমিটিগুলির সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা জরুরি। সাব কমিটিগুলির নিয়মিত বৈঠক সুনিশ্চিত করতে হবে। সাব কমিটিগুলির কাজের রিপোর্ট রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর মাধ্যমে রাজ্য কমিটির বৈঠকে লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।

৮.২৪) সংগঠন প্রসারের জন্য রাজ্যকেন্দ্রকে সময়োপযোগী ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। রাজ্য দপ্তরের পরিকাঠামোও উন্নত করা প্রয়োজন।

আগামী দিনের জরুরি কাজ একনজরে

৯.১) বিগত সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যে লক্ষ্যপূরণ আগামী দিনে অগ্রাধিকার--

- এ আই পি এস ও-র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি। আগামী রাজ্য সম্মেলনের আগে রাজ্যে এ আই পি এস ও-র সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করতে হবে। আজীবন সদস্য সংখ্যা আরও অনেক বাড়াতে হবে।
- সদস্য সংগ্রহ সারা বছরের কাজ। প্রতি বছর ১৫ নভেম্বরের মধ্যে নতুন সদস্য সংগ্রহ করা ও সদস্যপদ পুনর্নবীকরণের কাজ শেষ করতে হবে।
- আগামী এক বছরের মধ্যেই রাজ্যের বাকি সব জেলায় এ আই পি এস ও-র সাংগঠনিক কাঠামো গঠন। যেখানে জেলা সংগঠন আছে সেখানে আগামী এক বছরের মধ্যে ন্যূনতম চারটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন।
- আরও বেশি গণসংগঠনকে এ আই পি এস ও-র সদস্য করতে হবে। আরও বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে গণসংগঠনগুলি থেকে। সদস্য-সংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও নিবিড় করে তুলতে পারলে সদস্য সংগ্রহও বাড়বে।
- সংগঠনের আর্থিক সামর্থ্য বাড়াতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সর্বস্তরে–রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে–প্রচার কর্মসূচি বাড়ানো। আরও বেশি মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে কর্মসূচিগুলিতে আরও বৈচিত্র্য আনা। কুইজ কনটেস্ট, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সর্বস্তরে—রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে — কমিটিগুলিকে আরও সক্রিয় ও কার্যকর করে তোলা। বর্ধিত দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তোলা।
- রাজ্য কমিটির বৈঠক প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার এবং রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠক মাসে অন্তত একবার আয়োজন করতে হবে। বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে হবে।
- সংগঠনের বৈঠক ও কর্মসূচীতে রাজ্য কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। এ আই পি এস ও-র কাজকর্মে নির্দিষ্টভাবে সময় দিতে পারবেন এমন দক্ষ সদস্যদের চিহ্নিত করে বাড়তি দায়িত্ব দিতে হবে।
- রাজ্য সাব-কমিটিগুলির (যেমন, অর্থ এবং সদস্য সংগ্রহ সাব কমিটি, প্রোগ্রাম সাব কমিটি, প্রকাশনা সাব কমিটি, বুলেটিন সাব কমিটি, দপ্তর সাব-কমিটি, ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া সাব কমিটি) নিয়মিত বৈঠক সুনিশ্চিত করতে হবে।

- রাজ্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা ও রাজ্য দপ্তরের পরিকাঠামো উন্নয়ন।
- জেলা ও আঞ্চলিক কমিটিগুলির নিয়মিত বৈঠক (তিন মাসে অন্তত একবার) এবং জেলা ও আঞ্চলিক কমিটিগুলি নিয়মিত কর্মসূচী পালন (বছরে ন্যূনতম চারটি) সুনিশ্চিত করতে হবে।
- প্রচারের কাজে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় করে তুলতে হবে। রাজ্য কমিটির ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইটের জনপ্রিয়তা বাড়াতে সকল সদস্যের সাহায্য গ্রহণ করা হবে।
- 'পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি বার্তা'-র নিয়মিত প্রকাশনা নিশ্চিত করা হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লিফলেট, ফোল্ডার এবং পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে।

৯.২) নতুন পরিস্থিতি নতুনতর উপলব্ধি, নতুনতর উদ্যম ও কাজের নতুনতর ধারা দাবি করছে। চাই শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের নিজস্ব ভাষ্য নির্মাণ। এ আই পি এস ও জনগণের সংগঠন। জনগণের সংগ্রামী সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদী নয়া উদারবাদী পর্বে জনগণের ব্যাপকতর অংশের সঙ্গে রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে একাগ্র গণসংগ্রামের মধ্যেই উন্মুখরিত শান্তি-সংহতি অভিযানের অবিনাশী প্রাণরস।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলন জিন্দাবাদ

এ আই পি এস ও জিন্দাবাদ

আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত

এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪) কোষাধ্যক্ষ কুনাল বাগচি ১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের অডিট (মিত্র, রায় এবং দত্ত, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্ম দ্বারা) করা আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

১.১১.২০১৯	হাতে	১২৩৪২.৫০ টাকা
	ব্যাঙ্কে	১৮৬৫৮১.৫০ টাকা
৩১.১২.২০২৩	হাতে	৭৩৫৬.৫০ টাকা
	ব্যাঙ্কে	৫৪৮৬৭.৫০ টাকা

সম্মেলনে এই হিসাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

বিগত রাজ্য তৃতীয় সম্মেলনে (১৫ ডিসেম্বর, ২০১৯) ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সংগঠনের আয়-ব্যয়ের অডিট (মিত্র, রায় এবং দত্ত, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট ফার্ম দ্বারা) করা হিসাব পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে (২০১৯-২০২৩) অনুষ্ঠিত কর্মসূচী

২০১৯

১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃতীয় সম্মেলন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া কলেজের কেশব চন্দ্র সেন সভাগৃহে। ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।

২০২০

৩-৫ জানুয়ারি ২০২০ ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন - অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সিনহা, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, ড. স্বপ্না মুখার্জি, জয়ন্তকুমার মুখার্জি, মৌসুমী রায়, ড. প্রদীপ দত্তগুপ্ত, উৎপল দত্ত, অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুফল পাল, শ্রাবণী সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর মজুমদার, কুনাল বাগচী, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, ড.সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, মহঃ নৌশাদ, ধ্রুবশেখর মণ্ডল, সুমন দে, সুদীপ তরফদার, শ্রীকান্ত মুখার্জী, তাপস সিনহা, তমোনাশ ভট্টাচার্য।

১৫ জানুয়ারি ২০২০ ঃ ইরানের উপর মার্কিন হামলার প্রতিবাদে কলকাতার শিয়ালদহের মৌলালি মোড়ে জনসভা।

২২জানুয়ারি ২০২০ ঃ বলিভারিয়ান রিপাবলিক অফ ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি করোমোটো গোডয় ক্যালডেরন কলকাতায় আসেন। ভোরবেলা সৌমেন্দ্রনাথ বেরা, প্রদীপ দত্তগুপ্ত এবং মৌসুমী রায় ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূতকে নিয়ে যান উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাটের বাগুতে। ভেনেজুয়েলার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজ ২০০৬ সালে ঐ এলাকায় সফর করেছিলেন। বিকেলে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত কলকাতায় এ আই পি এস ও-র রাজ্য দপ্তরে আসেন। সেখানে এ আই পি এস ও-র রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তিনি সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। রাষ্ট্রদূতকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফরের প্রতিবাদে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণসংগঠনের সঙ্গে সাথে প্রতিবাদে ধর্মতলা লেনিন মূর্তি থেকে আমেরিকান সেন্টার পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয়।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঃ এ আই পি এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রস্তুতিমূলক কনভেনশন অনুষ্ঠিত বহরমপুরে গোরাবাজারের ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের অডিটোরিয়ামে। সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

২৫ মার্চ ২০২০ ঃ করোনা অতিমারির পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী লকডাউন জারি। সমস্ত প্রকাশ্য কাজকর্ম বন্ধ। অভূতপূর্ব পরিস্থিতি।

১৯ মে ২০২০ ঃ হো চি মিন এর জন্মদিন পালিত। ফেসবুকের মাধ্যমে বারো মিনিটের একটি ভিডিও ক্যাপসুল প্রকাশ করা হয় ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ভিডিও অনুষ্ঠানটি বেশ সাড়া ফেলে।

২৫ জুন ২০২০ ঃ অনলাইন মোডে এ আই পি এস ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভা। প্রথম এ ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ জুলাই ২০২০ ঃ মনকাডা দিবস পালিত হয় এবিষয়ে একটি ভিডিও ক্লিপিং ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মারফত প্রচার করে। ভিডিও ক্লিপিংটি অনেকের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

২৬ জুলাই ২০২০ ঃ এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির বুলেটিনের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশিত।

৩১ আগস্ট ২০২০ ঃ আসানসোলে এ আই পি এস ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অধ্যাপক চন্দন ব্যানার্জি (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), ড. অরুণ পান্ডে, অধ্যাপক সন্ধ্যা দত্তরায়।

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঃ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস উপলক্ষে, কেন্দ্রীয়ভাবে জনসাধারণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণে কর্মসূচি স্থগিত রাখা হয়।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি দিবসে, "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম" শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি। বক্তা- এ আই পি এস ও সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত। মুখবন্ধ করেন অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব।

২ অক্টোবর ২০২০ ঃ গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

২৯ নভেম্বর ২০২০ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইনে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল- 'প্যালেস্তাইন রেজিস্টস অ্যান্ড ইটস সলিডারিটি মুভমেন্ট ইনসিস্টস'। সেমিনারে প্রধান বক্তা ছিলেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের নির্বাহী সম্পাদক ইরাক্লিস সাভদারিদিস এবং প্যালেস্তাইন শান্তি ও সংহতি কমিটির সভাপতি ড. আকেল তাকাজ। সেমিনারে সূচনা ভাষণ দেন পল্লব সেনগুপ্ত। স্বাগত ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। সুধাকর দিদি (তেলেঙ্গানা), এ আই পি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক এবং সুনীতা চতুর্বেদী (রাজস্থান) প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অনলাইন অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

২০২১

২ জানুয়ারি ২০২১ ঃ এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করলো। একটি ২০২০ সালের ঘটনাপঞ্জী, অপরটি সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও পরিচিতি।

৩১ জানুয়ারি ২০২১ ঃ প্রস্তুতি কনভেনশনের (স্থান-বালি শান্তিরাম স্কুল) মধ্য দিয়ে বেলুড়-বালি-লিলুয়া শাখা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জয়ব্রত গাঙ্গুলি (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), রজনীল মুখার্জি ও ইন্দ্রজিৎ কুমার।

৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মন ভবনে অনুষ্ঠিত জেলা কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জি (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), অমলেন্দু চক্রবর্তী, ও সুদীপ ভান্ডারি।

১৮ জুলাই ২০২১ ঃ নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন উপলক্ষে, কলকাতার ম্যান্ডেলা পার্কের দুর্দশার কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল। বিষয়টি অনেক মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। সংবাদ মাধ্যমেও তা কভার করা হয়।

২৬ জুলাই ২০২১ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক কিউবার সাফল্য, বিশেষত কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় কিউবার প্রশংসনীয় ভূমিকা স্মরণ করে মনকাডা দিবস উপলক্ষে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করে। বক্তা ঃ ভারতে কিউবার রাষ্ট্রদূত অস্কার মার্টিনেজ কর্ডোভেস। সভাপতিত্ব করেন শ্রী রবীন দেব। প্রারম্ভিক কথা- অঞ্জন বেরা।

৯ আগস্ট ২০২১ ঃ রাজ্য কমিটি হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস উপলক্ষে অনলাইন সভা আহ্বান করেছে। বিষয় "মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি আন্দোলনের তাৎপর্য"। বক্তারা ছিলেন গওহর রেজা এবং ডাঃ সব্যসাচী চ্যাটার্জি। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী রবীন দেব।

১ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঃ আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী দিবস উপলক্ষে মিটিং এবং মিছিল।

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঃ এ আই পি এস ও নদীয়া জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরের এ বি টি এ হলে (সুকুমারী ভট্টাচার্য কমলেন্দু সান্যাল মঞ্চ)। সম্মেলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগর শহরের নামকরণ করা হয় 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-সুধীর চক্রবর্তী নগর'। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক তপনকুমার দাস (সম্পাদক - কোঅর্ডিনেটর), শ্যামশ্রী দাস, সোমনাথ মজুমদার।

জেলা সম্মেলনের আগে নদীয়ায় পাঁচটি ইউনিট প্রস্তুতি কমিটি (কল্যাণী, চাকদহ, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, তেহট্ট) গঠিত হয় শাখা কনভেনশনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। সম্মেলন রাজ্য নেতৃত্বের তরফে উপস্থিত অন্যরা ছিলেন বিনায়ক ভট্টাচার্য, পরিমল দেবনাথ, কুনাল বাগচি, তমোনাশ ভট্টাচার্য।

২৯ নভেম্বর ২০২১ ঃ প্যালেস্তাইন সংহতি দিবসে অনলাইন সেমিনার "প্যালেস্তাইন প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত সমাধান অর্জন - সংহতি আন্দোলনের ভূমিকা"। বক্তা ভারতে প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রদূত মাননীয় জনাব আদনান আবু আলহাইজা এবং নীলোৎপল বসু। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। মুখবন্ধ অঞ্জন বেরা।

২০২২

৪ মার্চ ২০২২ ঃ ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটারিবেমের পার্শবর্তী আই টি সি পার্ক থেকে ধর্মতলা লেনিন মূর্তি পর্যন্ত মিছিল।

৩০ এপ্রিল ২০২২ ঃ সিউড়িতে (স্থান- শরদীশ রায় স্মৃতি ভবন) এ আই পি এস ও বীরভূম জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় প্রস্তুতি কনভেনশনের মাধ্যমে। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অন্নদাশঙ্কর মন্ডল (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), তুষার ব্যানার্জি, আনারুল হক।

১৯ মে ২০২২ ঃ হো চি মিনের জন্মদিন। স্থান ঃ আইটিসি পার্ক, কলকাতা। বক্তা ভানুদেব দত্ত, ডাঃ নির্মাল্য দাস, কল্যাণ সেন বরাট, রবীন দেব। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অঞ্জন বেরা। কঙ্কন ভট্টাচার্য এবং কাজী কমল নাসেরের গান।

২৮ মে ২০২২ ঃ কিউবা প্রজাতন্ত্রের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ অস্কার মার্টিনেজ কর্ডোভেসকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা। স্থানঃ শ্রমিক ভবন, সি আই টি ইউ, পশ্চিমবঙ্গ। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোক নাথ বসু। রবীন দেব, প্রবীর দেব, অনাদি সাহু, কল্যাণ সেন বরাট, অধ্যাপক ড. বিনায়ক ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অঞ্জন বেরা, কুনাল বাগচী, উৎপল দত্ত, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, বিপ্লব মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৪ জুলাই ২০২২ ঃ জাতীয় কমিটির সহযোগিতায় এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে কিউবা সংহতি দিবসে। বিষয় "চে এবং কিউবা মানবতাবাদ এবং বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী'। স্থানঃ ডাঃ ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়াম, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সভাপতিঃ অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। বক্তা আবেল আবেল ডেসপাইগনে (ডেপুটি মিশন প্রধান, কিউবান দূতাবাস, দিল্লি), অধ্যাপক শোভনলাল দত্ত গুপ্ত এবং মোঃ সেলিম। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক অঞ্জন বেরা। 'চে ইন মেমরিক্স্ ফিদেল অ্যান্ড চে' শিরোনামের একটি অডিওভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কঙ্কন ভট্টাচার্য।

১৮ জুলাই ২০২২ ঃ এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলার জন্মদিন পালন করা হয়। জনসভা অনুষ্ঠিত হয় নেলসন ম্যান্ডেলা গার্ডেনের কাছে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। বক্তা ছিলেন রবীন দেব, অঞ্জন বেরা, সুস্নাত দাস। গান পরিবেশন করেন কাজী কামাল নাসের, পীযূষ ধর। আবৃত্তি করেন অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রাবণী সেনগুপ্ত। ম্যান্ডেলা গার্ডেনের দুর্দশার কথা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বিষয়টি অনেক মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। এআইপিএসও স্লোগান তুলেছে- "কলকাতার মানুষকে ফিরিয়ে দাও "নেলসন ম্যান্ডেলা গার্ডেন"। এ আই পি এস ও-র দাবি-- উদ্যানটি আবর্জনামুক্ত করতে হবে সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে। বাগানে নেলসন ম্যান্ডেলার প্রতিকৃতি সহ পার্ক প্ল্যাক লাগানো উচিত। এটি ব্যাপক কভারেজ পেয়েছে এমনকি মূলধারার মিডিয়াতোও।

২৬ জুলাই ২০২২ ঃ মনকাডা দিবস উপলক্ষে হরেকৃষ্ণ কোঙার ট্রাস্ট ভবনে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির উদ্যোগে সভা। বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, কল্যাণ সেন বরাট, সৃজন ভট্টাচার্য। সূচনা বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বেরা।

১৩ আগস্ট ২০২২ ঃ স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সর্বসাধারণকে শামিল করার প্রয়াসে কলকাতার বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের (১৩ আগস্ট- ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) পঁচাত্তর বছর উপলক্ষ্যে বেলেঘাটা সুকান্ত মঞ্চ থেকে গান্ধীভবন পর্যন্ত পদযাত্রা এবং গান্ধীভবনের সামনে নাগরিক সভা। শত শত মানুষের ভিড়ে ঠাসা পদযাত্রা ও সভায় স্থানীয় মানুষের আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল নজরকাড়া।

২০ অগাস্ট ২০২২ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে কুইজ প্রতিযোগিতা। স্থান- কলকাতায় এ বি টি এ হল। কুইজ মাস্টার শুভব্রত চক্রবর্তী। খুবই উৎসাহের সঙ্গে বিরাট সংখ্যক প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রবীন দেব।

১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঃ কলকাতায় বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবসে আয়োজিত মিছিল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সঙ্গে এ আই পি এস ও সদস্যরাও অংশ নেয়।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ ঃ এ আই পি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুরে। জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জি (সম্পাদক-কোঅর্ডিনেটর), অমলেন্দু চক্রবর্তী ও শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়।

২৯ নভেম্বর ২০২২ ঃ আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে এন্টালিতে পথসভার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির অন্যতম

সহসভাপতি মানব মুখার্জির প্রয়াণের কারণে শোক প্রকাশের পর সভা স্থগিত রাখা হয়।

১২ ডিসেম্বর ২০২২ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পল্লব সেনগুপ্ত ওয়ার্ল পিস কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া উপলক্ষ্যে কলকাতায় কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে এ আই পি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। প্রসঙ্গত গত ২১-২৬ নভেম্বর ভিয়েতনামের হ্যানয়ে আয়োজিত বাইশতম ওয়ার্ল পিস অ্যাসেম্বলি থেকে পল্লব সেনগুপ্ত বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ আই পি এস ও-র রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। বক্তব্য রাখেন মনোজ ভট্টাচার্য, এ আই টি ইউ সি নেতা উজ্জ্বল চৌধুরী, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা'ও। এ আই পি এস ও-র তরফে পল্লব সেনগুপ্তের হাতে স্মারক তুলে দেন মনোজ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে মুখবন্ধ করেন অঞ্জন বেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিনায়ক ভট্টাচার্য। একাধিক সংগঠনের তরফে সেনগুপ্তকে স্মারক প্রদান করা হয়। সভার শুরুতে জনবাদী লেখক সংঘের তরুণ শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

২০২৩

১২-১৮ জানুয়ারি ২০২৩ ঃ প্যারিস শান্তি চুক্তির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে এ আই পি এস ও সর্বভারতীয় কমিটির উপদেষ্টা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব ভিয়েতনামের হ্যানয় সফরে যান ভিয়েতনাম ইউনিয়ন অফ ফ্রেন্ডশিপ আর্গানাইজেশনের আমন্ত্রণে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন এ আই পি এস ও-র একমাত্র প্রতিনিধি। ১৩ জানুয়ারি হ্যানয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারত-ভিয়েতনাম মৈত্রীর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রবীন দেবকে এই অনুষ্ঠানেই সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁর হাতে মানপত্র ও স্মারক তুলে দেন ভুফো সভাপতি। মূল সম্মেলনে অংশ নিয়ে শ্রী দেব প্যারিস চুক্তির তাৎপর্য এবং ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের আবেগপূর্ণ সংহতির কথা তুলে ধরেন।

১৪ জানুয়ারি ২০২৩ ঃ সোদপুর বার্মাশেল উন্নয়ন সমিতির মঞ্চে নেলশন ম্যান্ডেলা শাখা প্রস্তুতি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে এ আই পি এস ও নেলশন ম্যান্ডেলা শাখা (পানিহাটি ও খড়দহ অঞ্চল) প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন সুমিত সান্যাল (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), অধ্যাপক হরিশ সরকার এবং অয়ন রায়চৌধুরী।

২০-২২ জানুয়ারি ২০২৩ ঃ চে-কন্য ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারার কলকাতা সফর। সঙ্গে ছিলেন তাঁর কন্যা এস্তেফানিয়া মাচিন পেশায় যিনি অর্থনীতির অধ্যাপক। তাঁদের এই সফর ঘিরে কলকাতায় নানা কর্মসূচী পালিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, ন্যাশনাল কমিটি ফর সলিডারিটি উইথ কিউবাসহ বিভিন্ন গণসংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ছাত্র-যুব মহিলা সংগঠন এবং সামাজিক- সাংস্কৃতিক সংস্থা মিলিতভাবে। ২০ জানুয়ারি বরানগরে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে সফর করেন ডা.অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যা। তারপর বনহুগলির মোড়ে এ আই পি এস ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডা.অ্যালেইদা গুয়েভারাকে সম্বর্ধনা জানাতে খোলা মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সভা। সেখান থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ওপেন এয়ার থিয়েটারে তাঁদের গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে চে-কন্যা বক্তব্য রাখেন। ২১ জানুয়ারি (শনিবার) সকালে উত্তরপাড়া গণভবনে ডা. অ্যালেইদার গণসংম্বর্ধনা ও সংহতি সভা। বিকালে কলেজ স্ট্রিটে বিশাল জনসভায় ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডা. অ্যালেইদা পৌঁছে যান হেদুয়ার আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায়। সন্ধ্যায় ডা. অ্যালেইদা যান শিয়ালদায় নীলরতন সরকার হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে। রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সভায়। ২২ জানুয়ারি ভোরবেলা কলকাতা থেকে ডা. অ্যালেইদা গুয়েভারা ও তাঁর কন্যা বিমানযোগে বাঙ্গালোর রওনা দেন। অ্যালেইদা গুয়েভারার দুদিনের সফরে অনুবাদকের ভূমিকায় ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট স্প্যানিশ ভাষা বিশেষজ্ঞ শ্রী শুভেন্দু সরকার।

২৯ জানুয়ারি ২০২৩ ঃ মেদিনীপুর শহরে কর্মচারী ভবনে আয়েজিত কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ড. বিমল কৃষ্ণ দাস, অধ্যাপক চঞ্চল সামন্ত এবং জগন্নাথ খান। ড. দাস পালন করবেন আহ্বায়ক (কোঅর্ডিনেটর)-র ভূমিকা। কনভেনশনে রাজ্য কমিটির তরফে বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অঞ্জন বেরা ও কোষাধ্যক্ষ কুনাল বাগচি।

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা। সভা থেকে আগামী জাতীয় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়।

৪-৫ মার্চ ২০২৩ ঃ চন্ডীগড় শহরে এ আই পি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাতীয় সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন - রবীন দেব, ড. শ্রীকুমার মুখার্জি, মৌসুমী রায়, উৎপল দত্ত, অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য, প্রবীর ব্যানার্জী, প্রবীর দেব, সুফল পাল, দীপঙ্কর মজুমদার, কুনাল বাগচী, অশোক গুহ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, তমোনাশ ভট্টাচার্য, তাপস সিনহা, অনিন্দ্য হাজরা, সুব্রত ব্যানার্জী, মহ নৌশাদ, ধ্রুবশেখর মন্ডল, মৃণাল দাস, জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ তরফদার, অরিন্দম মুখার্জী, বরুণ চক্রবর্তী, ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন হরচরণ সিং ভাট এবং আর অরুণ কুমার। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতিমণ্ডলীতে রয়েছেন নীলোৎপল বসু, পল্লব সেনগুপ্ত প্রমুখ। উপ সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন ড. সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সংগঠনের সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন রবীন দেব, কুণাল বাগচী এবং প্রবীর ব্যানার্জী। সংগঠনের অন্যতম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিনায়ক ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এআইপিএসও কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন উৎপল দত্ত, মৌসুমী রায়, অশোক গুহ, তমোনাশ ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এআইপিএসও কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জী, বরুণ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী। উপদেষ্টামণ্ডলীতে বাংলা থেকে রয়েছেন জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, রাজীব ব্যানার্জি এবং শ্রীকুমার মুখার্জি। প্রসঙ্গত, বিশ্ব শান্তি পরিষদের বিগত ২২তম সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবকে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। বিদেশী অতিথিদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের তরফে পুস্তিকাটি উপহার হিসেবে তুলে দেন সংগঠনের প্রবীণ নেতা রবীন দেব।

১০ মার্চ ২০২৩ ঃ কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে আলোচনাচক্র। বিষয় প্যালেস্তাইনবাসীর সংগ্রাম, আমাদের সংহতি। বক্তা শমীক লাহিড়ী, ভানুদেব দত্ত। সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কাজী কামাল নাসের। আবৃত্তি পরবেশন করেন রীণা দেব। প্রস্তাব পেশ করেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

১৪ মে ২০২৩ ঃ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে পিআরসি সভাঘরে আই পি এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক- কোঅর্ডিনেটর), ভাস্কর গুপ্ত, জৌলুস- উর রহমান।

১৯ মে ২০২৩ ঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা হো চি মিনের ১৩৪তম জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে কলকাতার আই টি সি পার্কে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি একটি সভার আয়োজন করে। আলোচনার বিষয় ছিল-'ভিয়েতনাম-আমেরিকা শান্তি চুক্তির ৫০ বছর আজকের তাৎপর্য'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রবীন দেব, অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী, সমর চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অশোকনাথ বসু। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমল ঘোষ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রাবণী সেনগুপ্ত ও সদানন্দ ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা।

২২ মে ২০২৩ ঃ আরামবাগ শহরে এবিটিএ হলে আয়োজিত কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও আরামবাগ মহকুমা শাখা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন আদিত্য খান।

২৮ মে ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও হুগলি জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হিন্দমোটরে দীনেন স্মৃতি ভবনে সুদর্শন রায়চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষ নামাঙ্কিত মঞ্চে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা। রাজ্য কমিটির তরফে বক্তব্য রাখেন বিনায়ক ভট্টাচার্য ও কুনাল বাগচি। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং বিশ্ব শান্তি সংস্থার সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত সম্মেলনে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক- কোঅর্ডিনেটর), সত্যজিত দাশগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র কর্মকার।

১৪ জুন ২০২৩ ঃ কিংবদন্তি বিপ্লবী চে গুয়েভারার ৯৬তম জন্মদিবস উদযাপন করা হয় এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দপ্তরে। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সমর চক্রবর্তী, কুণাল বাগচী, আব্দুল রউফ, মহম্মদ নৌশাদ, সুভাষ মুখার্জী প্রমুখ।

১৫জুন ২০২৩ ঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন-পর্বে প্রবল হিংসার নিন্দা করে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি প্রেস বিবৃতি প্রকাশ।

১৬ জুন ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও হাওড়া জেলা কমিটির বৈঠক থেকে কৌশিক মুখোপাধ্যায়কে জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। রাজ্য কমিটির তরফে তরুণ পাত্র, অঞ্জন বেরা ও কুনাল বাগচি উপস্থিত ছিলেন।

১৪ জুলাই ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোট 'ন্যাটো' (নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন) অবিলম্বে বিলুপ্ত করার দাবিতে এবং প্যালেস্তাইনের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল সরকারের নির্বিচারে হামলা ও বোমাবর্ষনের প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল ও ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মতলা চৌরঙ্গীর মুখে লেনিন মূর্তির সামনে থেকে মিছিল করে মার্কিন প্রচার দপ্তর অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেও পুলিশ পার্ক স্ট্রিটের মুখে মিছিল আটকে দেয়। ওখানেই প্রতিবাদ সভা করে এ আই পি এস ও সদস্য ও জমায়েতকারীরা। সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (কোর্ডিনেটর) অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির অন্যতম সহসভাপতি অধ্যাপক সুস্নাত দাশ,অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য এবং এ আই পি এস ও সর্বভারতীয় কাউন্সিলের অন্যতম সহ সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। প্রতিবাদ সভা থেকে অধ্যাপক অশোকনাথ বসু, অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ বেরা ও অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্যকে নিয়ে তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল মার্কিন প্রচার দপ্তরে গিয়ে দাবিপত্র পেশ করে আসেন। প্রতিবাদ সভার কাজ পরিচালনা করেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অন্যতম সদস্য জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

১৮ জুলাই ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ১৮ জুলাই পালিত হয় রাষ্ট্রসংঘ-ঘোষিত নেলসন ম্যান্ডেলা আন্তর্জাতিক দিবস। বিকালে কলকাতার মেয়ো রোড- জওহরলাল নেহরু রোডের সংযোগ স্থলে নেলসন ম্যান্ডেলা উদ্যানে ম্যান্ডেলার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন রবীন দেব, অঞ্জন বেরা, সমর চক্রবর্তী, কুনাল বাগচী, পরিমল দেবনাথ, উৎপল দত্ত, সুশ্নাত দাশ, অশোক গুহ, এবিপিটিএ নেতা অর্জুন রায় প্রমুখ।

ম্যান্ডেলার জন্মদিবসে হুগলির কোন্নগরেও ম্যান্ডেলার নামাঙ্কিত পার্কের স্মৃতিফলক পুনর্বহাল ও মর্মর মূর্তি বসানোর দাবি সহ পার্ক সংস্কারের দাবিতে কোন্নগর পৌরসভায় ডেপুটেশন জমা দেয় এআইপিএসও হুগলি জেলা কমিটি। কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন এআইপিএসও হুগলী জেলা সম্পাদক কোঅর্ডিনেটর ও উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি। প্রসঙ্গত, কোন্নগর পৌর এলকার ১২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার গোপাল বসু সরণিতে একটি শিশু উদ্যান রয়েছে। ওই উদ্যানটি উদ্বোধনের সময় নেলসন ম্যান্ডলার নামাঙ্কিত ফলক লাগানো হয়েছিলো কিন্তু বর্তমানে তা নেই।

ম্যান্ডেলার জন্ম দিবসে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় সোদপুর ম্যান্ডেলা পার্কে। শ্রদ্ধা জানান জেলা কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক শুভব্রত চক্রবর্তী, জেলা কমিটির সদস্য মৃন্ময় কুন্ডু, সংগঠনের পানিহাটি শাখার আহ্বায়ক সুমিত সান্যাল প্রমূখ। ম্যান্ডেলা পার্কে নেলসন ম্যান্ডেলার মূর্তি বসানোর দাবি জানানো হয়।

২৬ জুলাই ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মনকাডা দিবস (কিউবা সংহতি দিবস) উদযাপন উপলক্ষ্যে কলকাতা কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয় সামরিক জোট 'ন্যাটো'র সম্প্রসারণ এবং বিশ্বশান্তির বিপদ। বক্তা শ্রীদীপ ভট্টাচার্য ও কালান্তর পত্রিকার সম্পাদক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি রবীন দেব। আলোচনা সভার মুখবন্ধ করেন সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন)। সভা সঞ্চালনা করেন অশোক গুহ।

২৬ জুলাই ২০২৩ ঃ নেপালের কাঠমান্ডুতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বৈঠকে এআইপিএস ও-র প্রতিনিধি দলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন অন্যতম সম্পাদক কমরেড বিনায়ক ভট্টাচার্য, অন্যতম অন্যতম সহ-সভাপতি কমরেড কুনাল বাগচি এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য কমরেড অরিন্দম মুখার্জী। সাতটি দেশের প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত। এ আই পিএস ও প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সাধারণ সম্পাদক হরচাঁদ সিং ভাট।

১৩ আগস্ট ২০২৩ ঃ স্বাধীনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সর্বসাধারণকে শামিল করার প্রয়াসে কলকাতার বেলেঘাটায় মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের (১৩ আগস্ট- ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) ঐতিহাসিক দিনগুলিকে স্মরণে রেখে সকালে বেলেঘাটা সুকান্ত মঞ্চ- গান্ধীভবন পদযাত্রা ও গান্ধীভবনের সামনে নাগরিক সভা। গান্ধীভবনের সামনে সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। কিশোরবাহিনীর পক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত।

১৩ আগষ্ট ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও মহেশতলা-বজবজ আঞ্চলিক কমিটির (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) উদ্যোগে বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে 'বেলেঘাটায় গান্ধীজীর আগমন ও সম্প্রীতির সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা সভা। প্রধান বক্তা ছিলেন হরিলাল নাথ।

২৪ আগস্ট ২০২৩ ঃ ২০২৩ প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রামের মহান নেতা প্রয়াত ইয়াসের আরাফাতের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনের তিন তলার সভাগৃহে আলোচনা সভা। আলোচনার বিষয়-'ইয়াসের আরাফত এবং প্যালেস্তাইন মুক্তি সংগ্রাম'। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক তানভির আরশেদ। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন অঞ্জন বেরা। সভাপতি রবীন দেব। কবিতা পাঠ করেন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শুরুতে সভা সঞ্চালনা করেন কুনাল বাগচি ও অশোক গুহ। এদিন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পুনর্সজ্জিত ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন রাজ্য সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্য রবীন দেব।

২৬ আগষ্ট ২০২৩ ঃ বারুইপুর রক্ষাকালীতলায় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা বারুইপুর আঞ্চলিক কমিটি-র ডাকে যুদ্ধ বিরোধী প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ন্যাটো বাতিলের দাবিতে ও প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার দাবিতে বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।

২৮ আগষ্ট, ২০২৩ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা-র সোনারপুর উত্তর বিধানসভা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৮ আগষ্ট, ২০২৩, শচীন্দ্র পল্লীর মোড়, গড়িয়া স্টেশন-গঙ্গাজোয়ারা রোডে। পরিবেশিত হয় বক্তব্য, গান, কবিতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন "ন্যাটো" জোটের অবলুপ্তির, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রচেষ্টা বন্ধের, প্যালেস্টাইনের ওপর ইস্রায়েলি হামলা বন্ধের দাবি সহ সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে পরিবেশ, জলবায়ু ও খাদ্য নিরাপত্তার বিপন্নতার কথা তুলে ধরা হয়। একইভাবে ২৯ আগষ্ট সোনারপুর দক্ষিণ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সোনারপুর বৈকুণ্ঠপুর মোড়ে প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঃ পয়লা সেপ্টেম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস উপলক্ষে কলকাতায় এন্টালি মার্কেটের পাশে পথসভার আয়োজন করে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। আলোচকরা সকলেই আজকের সময়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের বর্ধিত গুরুত্বের নানা দিক ব্যাখ্যা করেন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুস্নাত দাশ, ভাণুদেব দত্ত, অঞ্জন বেরা। সভাপতিত্ব করেন প্রবীর দেব। শুরুতে সভা সঞ্চালনা করেন কুনাল বাগচি ও অশোক গুহ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রবীন দেব, সমর চক্রবর্তী, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, রাজীব ব্যানার্জি প্রমুখ। অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে উপস্থিত দর্শকদের অবহিত করেন। সভায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন নলিনাক্ষ চৌধুরী, তপন গাঙ্গুলি ও সৈকত কুন্ডু। সায়নী চক্রবর্তী মুখার্জি, ডালিয়া রায় চৌধুরী ও শ্রীকান্ত মুখার্জির সঙ্গীত পরিবেশনা ছিল আকর্ষণীয়।

১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঃ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামা, প্যালেষ্টাইনে মার্কিন মদতপুষ্ট ইজরায়েলের লাগাতার হামলার বিরোধিতা সহ বিশ্ব ও আমাদের দেশে শান্তির পরিবেশ অটুট রাখার অঙ্গিকার নিয়ে শুক্রবার বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালিত হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনের সংলগ্ন স্থানে ও আরামবাগ এবিটিএ ভবনে। এআইপিএসও হুগলী জেলা কমিটির উদ্যোগে। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক সুবীর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হিরন্ময় ঘোষাল, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় সহ চারজনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী। বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও হুগলী জেলা সম্পাদক কো অর্ডিনেটর জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংগঠনের সহ-সভাপতি চিত্র পরিচালক নিফার অধ্যাপক অরুনাভ গাঙ্গুলী, সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির রাজ্য সভাপতি অনির্বান মুখার্জি, সুব্রত মান্না প্রমুখরা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ জেলার কেন্দ্রীয় শাখার শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। আজ আরামবাগ এবিটিএ ভবনে এআইপিএসও আরামবাগ প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন কেনারাম সোম। উপস্থিত ছিলেন ভাষ্কর রায়, শক্তোমোহন মালিক, অসিতকুমার মালিক, রামানুজ চ্যাটার্জি, সুমিত রায়, কৌশিক ঘোষ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন আদিত্যকুমার খাঁ। সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী নেপাল খাঁ।

১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে চিলির শহীদ রাষ্ট্রপতি সালভাদোর আলেন্দে স্মরণে কলকাতা কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে আলেন্দে হত্যার ৫০বছর এবং লাতিন আমেরিকায় বিকল্পের অভিযান শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন দেব। আলোচনার মুখবন্ধ করেন সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। বক্তা ছিলেন বিমান বসু ও গৌতম ঘোষ। মঞ্চে ছিলেন প্রবীর দেব, সমর চক্রবর্তী। সংগীত পরিবেশন করেন ডালিয়া রায়চৌধুরী। কবিতা পাঠ করেন অরিন্দম মুখার্জি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুণাল বাগচী ও অশোক গুহ।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঃ ঐতিহাসিক কোমাগাতামারু দিবসে সকালে বজবজ প্যারেস্টার মোড় থেকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে ছিল পদযাত্রা। শহিদ স্মারকস্তম্ভে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর প্রকাশিত হল পুস্তিকা, "কোমাগাতামারুর বীরগাথা - স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ"। প্রকাশ করেন সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দুই সম্পাদক অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট গুণীজনবৃন্দ। পরে কোমাগাতামারুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

৬ অক্টোবর ২০২৩ ঃ ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস উপলক্ষে এ আই পি এস ও দার্জিলিঙ জেলা প্রস্তুতি কমিটির ডাকে সভা। স্থান কোঅর্ডিনেশন কমিটির সভা কক্ষ।

১২ অক্টোবর ২০২৩ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় রক্তপাত বন্ধ করার দাবিতে এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির ডাকে ধর্মতলা লেনিন মূর্তির সামনে থেকে এন্টালি মার্কেট পর্যন্ত প্যালেস্তাইন সংহতি মিছিল। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্তসভা। বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বেরা, রবীন দেব, প্রবীর ব্যানার্জি, প্রবীর দেব, বিনায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৫ অক্টোবর ২০২৩ ঃ প্যালেস্তাইন ভূখন্ডে ইজরায়েলী আগ্রাসনের প্রতিবাদ এ আই পি এস ও দার্জিলিঙ জেলা প্রস্তুতি কমিটির ডাকে সভা। স্থান শিলিগুড়িতে গণনাট্য সংঘের সভা কক্ষ।

১ নভেম্বর ২০২৩ ঃ প্যালেস্তাইনের সমর্থনে পথে হাঁটলেন কলকাতা সহ রাজ্যের কয়েক হাজার মানুষ। শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল থেকে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ অবধি মিছিলের ডাক দেয় এআইপিএসও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। শান্তি আন্দোলনের কর্মীদের পাশাপাশি মিছিলে ছাত্র, যুব, মহিলা, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শ্রমিক সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ পা মেলান। এদিনের মিছিলে পা মেলান অমিয় পাত্র, জিয়াউল আলম, সুজন চক্রবর্তী, পলাশ দাস, বাসুদেব বসু, কনিনীকা ঘোষ, মালিনী ভট্টাচার্য, দিপালী ভট্টাচার্য, অঞ্জন বেরা, তুষার ঘোষ, বিপ্লব মজুমদার, রজত ব্যানার্জি, দিব্যেন্দু চ্যাটার্জি, সৈকত গিরি, সদানন্দ ভট্টাচার্য, সৃজন ভট্টাচার্য, কেশব ভট্টাচার্য, তরুণ পাত্র, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, প্রদীপ মহাপাত্র, শ্যামল চক্রবর্তী, ধ্রুবশেখর মন্ডল, সুখরঞ্জন দে, গৌতম সেনগুপ্ত, প্রমুখ। মিছিল রাজাবাজারে পৌঁছলে, রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের গেটে সংক্ষিপ্ত সভা শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্যাম্পাসের কর্মচারীরা উদ্যোগ নেন সভা যাতে সুষ্ঠু ভাবে করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর থেকে আসে কাঠের চেয়ার এবং বেঞ্চ। অটোয় মাইক বেঁধে, বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে প্যালেস্তাইনের পাশে থাকার বার্তা দেয় বুধবারের কলকাতা। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন অঞ্জন বেরা, চিকিৎসক ডাঃ সুদীপ চক্রবর্তী, বাসুদেব বসু, শ্রীকুমার মুখার্জি, ঝুমা দাস, শর্বাণী ভট্টাচার্য, রজত বন্দোপাধ্যায়, ঈশিতা মুখার্জি এবং ইরশাদ গৌহুর। ধন্যবাদ জানান বিনায়ক ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রবীন দেব। এ আই পি এস ও -র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সমর চক্রবর্তী, প্রবীর দেব, কুণাল বাগচী, অশোক গুহ, মহঃ নৌশাদ, মৃণাল দাস, আব্দুল রউফ, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ অধিকারী, অধ্যাপক সদানন্দ ভট্টাচার্য, বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী প্রমুখ।

৫ নভেম্বর ২০২৩ ঃ ডায়মণ্ডহারবারে গত ৫ই নভেম্বর ২০২৩ প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মিছিল ও পথসভা হয়। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক প্রদীপ মণ্ডল, গৌতম শর্মা সরকার প্রমুখ।

২৬ নভেম্বর ২০২৩ ঃ সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার সোনারপুর আঞ্চলিক কমিটির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত সোনারপুরের কামরাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে। পবিত্র বর্মণ,অনুপ ভট্টাচার্য, অসীম পাণ্ডা-কে সম্পাদক করে ১৫ জনের সোনারপুর (দক্ষিণ) আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। নীলা দত্ত, পম্পা ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে সম্পাদক করে ১৫ জনের সোনারপুর (উত্তর) আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

২৯ নভেম্বর ২০২৩ ঃ আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস উপলক্ষে এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রাজাবাজার মোড়ে জনসভা। গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরোধিতা উঠে আসে এই সভা থেকে। সভায় বক্তব্য রাখেন এআইপিএসও'র অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন বেরা। ওয়ার্ল পিস কাউন্সিলের সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত

এবং রবীন দেব বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ ফুয়াদ হালিম, সুমিত ভট্টাচার্য, রূপক মুখার্জি, রুহুল আমিন গাজী, প্রবীর দেব, আরশাদ আলি, বিনায়ক ভট্টাচার্য, আতিফ নিসার, রুবিনা মুস্তাফা, তমোনাশ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সংহতি সভায় প্রস্তাব পাঠ করেন রাজীব ব্যানার্জি এবং ইবাদাত হোসেন রিজওয়ান। কবিতা আবৃত্তি করেন স্বপন দাস, শ্রীকান্ত মুখার্জি, শান্তি বসু প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন সমর চক্রবর্তী।

এদিন এ আই পি এস ও আরামবাগ শাখা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে আরামবাগ শহরে বিশাল মিছিলের মাধ্যমে প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস পালিত হয়েছে। এছাড়া নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, দুই ২৪ পরগণা, শিলিগুড়ি'র মত জায়গাতেও এই দিবস পালিত হয়েছে।

২৯ নভেম্বর ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে, বারুইপুরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বিশ্বনাথ রাহা। বক্তব্য রাখেন, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক হরিলাল নাথ, সংগঠনের জেলা সম্পাদকত্রয় অরিন্দম মুখার্জী, শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ। প্যালেস্টাইনের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান, কবিতা পরিবেশিত হয়।

১০ ডিসেম্বর ২০২৩ ঃ এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির উদ্দেশ্যে ৭৫তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত। স্থান কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনের দোতলায় আলোচনা সভার আয়োজন। বিষয় ঃ মানবাধিকার রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগের গুরুত্ব। বক্তা সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলি এবং বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয়া সাংসদ শ্রীমতী আরমা দত্ত। সভাপতি শ্রী রবীন দেব। মুখবন্ধ করেন অঞ্জন বেরা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন রীণা দেব, অরিন্দম মুখার্জি। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রুতি নারায়ণ।

পরিশিষ্ট-২

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

২১ জানুয়ারি শান্তি ও সংহতি আন্দেলনের শহীদ দিবস
২৩ জানুয়ারি দেশপ্রেম দিবস (নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন)
২৬ জানুয়ারি ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস
৩০ জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর শহীদত্ব বরণ
২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৫ মার্চ বিদেশে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটি প্রত্যাহারের পক্ষে প্রচার দিবস
৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২৩ মার্চ শহীদ ভগৎ সিং-র আত্মবলিদান দিবস
২৯ মার্চ রাসায়নিক যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ দিবস
৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকারের জন্মদিন (সামাজিক ন্যায় দিবস)
২০ এপ্রিল বিশ্ব শান্তি পরিষদ দিবস
১মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস
২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবস
৯ মে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিজয় দিবস
১৯ মে হো চি মিনের জন্ম দিবস
২১ মে মত বিনিময় ও উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিবস
২২ মে রামমোহন রায়ের জন্মদিবস পালন
৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৮ জুলাই আন্তর্জাতিক নেলসন ম্যান্ডেলা দিবস
২৬ জুলাই মনকাডা দিবস (কিউবা সংহতি দিবস)
৩০ জুলাই আন্তর্জাতিক মৈত্রী দিবস
৬-৯ আগস্ট হিরোশিমা নাগাসাকি দিবস
১১ আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান দিবস
১৩ আগস্ট কলকাতার বেলেঘাটায় গান্ধীজীর সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী অভিযান স্মরণ
১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস
১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস
২১ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস
২৪ সেপ্টেম্বর শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মবলিদান দিবস
২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিন
২৮ সেপ্টেম্বর- শহীদ ভগৎ সিং-র জন্মদিন
২ অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিবস ধর্মনিরপেক্ষতা বাঁচাও দিবস
৬ অক্টোবর ড. মেঘনাদ সাহার জন্মদিবস
১৬ অক্টোবর রাখী বন্ধন দিবস
১৭ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরীকরণ দিবস
১০ নভেম্বর শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান দিবস
১৪ নভেম্বর জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন জোট নিরপেক্ষ দিবস
২৯ নভেম্বর আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস
১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৪ ডিসেম্বর ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামের প্রতি সংহতি দিবস
২০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানব সংহতি দিবস

পরিশিষ্ট-৩

জেলাস্তরে এ আই পি এস ও-র সংগঠন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বারুইপুর পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মন ভবনে অনুষ্ঠিত জেলা কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় ২০২১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। কনভেনশন থেকে প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জি (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), অমলেন্দু চক্রবর্তী, ও সুদীপ ভান্ডারি। গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুরে। জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অরিন্দম মুখার্জি (সম্পাদক-দক্ষিণ ২৪ পরগণা কোঅর্ডিনেটর), অমলেন্দু চক্রবর্তী ও শ্যামাপ্রসাদ উপাধ্যায়।

প্রথম জেলা সম্মেলনের আগে জেলায় সাতটি আঞ্চলিক প্রস্তুতি কমিটি (বিষ্ণুপুর, মহেশতলা-বজবজ, সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার, জয়নগর, মন্দিরবাজার) গঠিত হয়েছে কনভেনশনের মাধ্যমে। বর্তমানে সোনারপুর আঞ্চলিক সম্মেলন থেকে সোনারপুর উত্তর ও সোনারপুর দক্ষিণ দুটি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়েছে।

হুগলি

হুগলিতে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ এ বি টি এ হুগলি জেলা শাখার দপ্তর, শশিমোহন ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে অনুষ্ঠিত কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), সুবীর মুখোপাধ্যায়, সত্যজিত দাশগুপ্ত। হুগলি জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মে ২০২৩ হিন্দমোটরের দীনেন স্মৃতি ভবনে। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক- কোঅর্ডিনেটর), সত্যজিত দাশগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র কর্মকার। জেলা সম্মেলনের আগে গত ২২ মে ২০২৩ আরামবাগ শহরে এবিটিএ হলে আয়োজিত কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও আরামবাগ মহকুমা শাখা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক নির্বাচিত হন আদিত্য খান।

নদীয়া

২০১৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগর শহরের এ বি টি এ হলে আয়োজিত জেলা কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও নদীয়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অধ্যাপক তপনকুমার দাস (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), শ্যামশ্রী দাস, অনিন্দ্য চ্যাটার্জি। ২০২১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর শহরের এ বি টি এ হলে (সুকুমারী ভট্টাচার্য কমলেন্দু সান্যাল মঞ্চ)। সম্মেলন উপলক্ষে কৃষ্ণনগর শহরের নামকরণ করা হয় 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-সুধীর চক্রবর্তী নগর'। সম্মেলন থেকে জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক তপনকুমার দাস (সম্পাদক - কোঅর্ডিনেটর), শ্যামশ্রী দাস, সোমনাথ মজুমদার। জেলা সম্মেলনের আগে নদীয়ায় পাঁচটি ইউনিট প্রস্তুতি কমিটি (কল্যাণী,চাকদহ, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, তেহট্ট) গঠিত হয় শাখা কনভেনশনের মাধ্যমে।

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে গোরাবাজার ঈশ্বরচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের সভাগৃহে ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত জেলা কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও মুর্শিদাবাদ জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন জামির মোল্লা, জৌলুস-উর রহমান, মনোজিৎ চৌধুরী, স্বরূপ দেব। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), জৌলুস- উর রহমান, ভাস্কর গুপ্ত। প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৩ সালের ১৪ মে বহরমপুরে পিআরসি সভাঘরে। জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন অধ্যাপক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক- কোঅর্ডিনেটর), ভাস্কর গুপ্ত, জৌলুস- উর রহমান।

২০২৪ সালের ২৭ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ শহরের কর্মচারী ভবনে এ আই পি এস ও রঘুনাথগঞ্জ আঞ্চলিক প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে গঠিত হয় এ আই পি এস ও রঘুনাথগঞ্জ আঞ্চলিক প্রস্তুতি কমিটি। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ।

উত্তর ২৪ পরগণা

২০১৯ সালের গত ১৬ নভেম্বর বারাসতে (বারাসত ডাক বাংলোর কাছে অণিমা অ্যাপার্টমেন্ট-অঞ্জলি জুয়েলার্সের বিপরীতে, সুরক্ষার পাশে) আয়োজিত জেলা কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশন থেকে প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন পারভেজ রহমান (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), অধ্যাপক অমলেন্দু দেবনাথ এবং শুভব্রত চক্রবর্তী। ২০২৩ সালের ১৪ জানুয়ারি সোদপুর বার্মাশেল উন্নয়ন সমিতির মঞ্চে নেলশন ম্যান্ডেলা শাখা প্রস্তুতি কনভেনশনের মধ্যদিয়ে নেলশন ম্যান্ডেলা শাখা (পানিহাটি ও খড়দহ অঞ্চল) প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন সুমিত সান্যাল (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), অধ্যাপক হরিশ সরকার এবং অয়ন রায়চৌধুরী।

২০২৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রথম সম্মেলন বারাসত অ্যাসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ড. অঞ্জন বেরা। অধ্যাপক ড. বিনায়ক ভট্টাচার্য এবং অশোক গুহ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলন থেকে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়। নতুন জেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন পারভেজুর রহমান বিশ্বাস (সম্পাদক-কো-অর্ডিনেটর), শুভব্রত চক্রবর্তী ও রুইদাস সাহা রায়।

হাওড়া

২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি হাওড়া শহরে জয়কেশ মুখার্জি-হরিসাধন মিত্র ভবনে অনুষ্ঠিত জেলা কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও হাওড়া জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন পীযুষ দাশগুপ্ত (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), অরুণকুমার পাল ও ডা. শম্ভু দাস। প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ২২ জুলাই (আই এম এ হল, হাওড়া ময়দান)। সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন পীযুষ দাশগুপ্ত (সম্পাদক-কোঅর্ডিনেটর), অরুণকুমার পাল ও ডা. শম্ভু দাস (বর্তমানে প্রয়াত)। ২০২৩ সালের ১৬ জুন জেলা কমিটির বৈঠকে অরুণকুমার পালের প্রস্তাব মতো পীযুষ দাশগুপ্তের জায়গায় কৌশিক মুখোপাধ্যায় সর্বসম্মতভাবে এ আই পি এস ও হাওড়া জেলা কমিটির অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

২০২১ সালের ৩১ জানুয়ারি কনভেনশনের (স্থান-বালি শান্তিরাম স্কুল) মধ্য দিয়ে বেলুড়-বালি-লিলুয়া শাখা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জয়ব্রত গাঙ্গুলি (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), রজনীল মুখার্জি ও ইন্দ্রজিৎ কুমার।

২০২৪ সালের ২৭ জানুয়ারি হাওড়া জেলা দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয় হরিসাধন মিত্র-জয়কেশ মুখার্জি ভবন, পঞ্চাননতলা হাওড়ায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কুণাল বাগচী। প্রবীর ব্যানার্জি, অধ্যাপক তরুণ পাত্র, জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি এবং ডাঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। কৌশিক মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক-কো-অর্ডিনেটর), অরুণ পাল, রাজনীল ব্যানার্জিকে সম্পাদক করে নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

পশ্চিম বর্ধমান

জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট আসানসোলে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি কনভেনশন থেকে। কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অধ্যাপক চন্দন ব্যানার্জি (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), ড. অরুণ পান্ডে, অধ্যাপক সন্ধ্যা দত্তরায়।

বীরভূম

২০২২ সালের ৩০ শে এপ্রিল সিউড়িতে (স্থান- শরদীশ রায় স্মৃতি ভবন) বীরভূম জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় প্রস্তুতি কনভেনশনের মাধ্যমে। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অন্নদাশঙ্কর মন্ডল (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), তুষার ব্যানার্জি, আনারুল হক।

২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি বীরভূম জেলা প্রথম সম্মেলন সত্যপ্রিয় ভবনে (এ বি টি এ হল) আয়োজিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অশোক গুহ। গোপীনাথ চৌধুরী (সম্পাদক-কো-অর্ডিনেটর), অরুণ দাস (সম্পাদক) ও নতুন জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

২০২৩ সালের ২৯ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরের কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন থেকে এ আই পি এস ও-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রস্তুতি কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন ড. বিমল কৃষ্ণ দাস ও শ্রী চঞ্চল সামন্ত। কনভেনশন থেকে গঠিত জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন অধ্যাপক ড. বিমল কৃষ্ণ দাস (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), চঞ্চল সামন্ত ও জগন্নাথ খান।

দার্জিলিঙ

২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন শিলিগুড়িতে ডলি ইন্ হোটেলের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ও রাজ্য সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন কুণাল বাগচী। ড. তাপস
চট্টোপাধ্যায় (আহ্বায়ক-কো-অর্ডিনেটর) ও প্রশান্ত বকসীকে আহ্বায়ক করে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

পূর্ব বর্ধমান

২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার) দুপুরে বর্ধমান শহরে অবস্থিত এ বি টি এ হলে (বর্ধমান রাজ কলেজের পাশে) সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন বুদ্ধদেব মন্ডল (আহ্বায়ক- কোঅর্ডিনেটর), অধ্যাপক আবদুল কাদের এবং নন্দকিশোর শা।

উত্তর দিনাজপুর

২০২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি রায়গঞ্জ মোহনবাটি উচ্চ বিদ্যালয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ড. অঞ্জন বেরা। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায় ও কুণাল বাগচী। আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন উৎপল দত্ত (আহ্বায়ক-কোঅর্ডিনেটর), অজয় চক্রবর্তী, পার্থ সারথি মিত্র। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটি নির্বাচিত হয়।

বাঁকুড়া

২০২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বাঁকুড়া জেলা প্রস্তুতি কনভেনশন বাঁকুড়ার অনিলা দেবী ভবন (এ বি টি এ) হলে আয়োজিত হয়। কনভেনশনের উদ্বোধন করেন কুণাল বাগচী। অধ্যাপক ড. বিনায়ক ভট্টাচার্য প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. প্রতীপ মুখার্জি (আহ্বায়ক--কোঅর্ডিনেটর), ভাস্কর সিনহা, অনাদি মাহাতো আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। কনভেনশন থেকে জেলা প্রস্তুতি কমিটি নির্বাচিত হয়।

পরিশিষ্ট-৪

এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য-সংগঠন ২০২৩

১) সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস (সি আই টি ইউ)
২) ব্যাঙ্ক এমপ্লয়ীজ ফেডারেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল
৩) ইস্টার্ণ জোন ইনসিওরেন্স এমপ্লয়ীজ অ্যাসোশিয়েশন
৪) রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি
৫) ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৬) ভারতের ছাত্র ফেডারেশন,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৭) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (হরেকৃষ্ণ কোঙার ভবন)
৮) অল ইন্ডিয়া এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
৯) সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
১০) নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (এ বি পি টি এ)
১১) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এ বি টি এ)
১২) পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

১৩) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ
১৪) সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউ সি সি আর)
১৫) কিশোর বাহিনী
১৬) পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি
১৭) পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চ
১৮) পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ
১৯) জনবাদী লেখক সংঘ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
২০) কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন
২১) কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন
২২) অ্যাসেসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস, পশ্চিমবঙ্গ
২৩) আওয়াজ
২৪) বি এস এন এল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন-ওয়েস্ট বেঙ্গল টেলিকম সার্কেল
২৫) বি এস এন এল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন- কলকাতা টেলিকম সার্কেল
২৬) জয়েন্ট কাউন্সিল অফ অ্যাকশন অফ ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ, পশ্চিমবঙ্গ (জেসিএ)
২৭) ওয়েস্টবেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (ওয়েবকুটা)
২৮) ওয়েস্টবেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি রিটায়ার্ড টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
২৯) ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (টি ইউ সি সি)
৩০) অগ্রগামী মহিলা সমিতি
৩১) অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ লিগ
৩২) অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ব্লক
৩৩) ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সংসদ
৩৪) প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ
৩৫) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ
৩৬) অগ্রগামী কিষাণ সভা
৩৭) রেভলিউশনারি ইয়ুথ ফেডারেশন (আর ওয়াই এফ)
৩৮) অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
৩৯) বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোশিয়েশন
৪০) অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
৪১) অল ইন্ডিয়া ইয়ুথ ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ
৪২) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা (বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট)
৪৩) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যুক্ত কমিটি
৪৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন (বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট)
৪৫) ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ (আই পি সি এ), কলকাতা জেলা কমিটি
৪৬) বেঙ্গল টিচার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন
৪৭) বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন
৪৮) পশ্চিমবঙ্গ বস্তি ও ঝুপড়ি উন্নয়ন সমিতি
৪৯) পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি

পরিশিষ্ট-৫

রাজ্য কমিটি ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভা

রাজ্য কমিটির সভা ঃ ৪ ডিসেম্বর ২০২০ (অনলাইন); ২ ডিসেম্বর ২০২১; ২ জুলাই ২০২২; ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; ২ নভেম্বর ২০২৩

রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভা ঃ ২৫ জুন ২০২০; ২৯ জুলাই ২০২০; ২৭ আগস্ট ২০২০; ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০; ১২ নভেম্বর ২০২০; ২৮ জানুয়ারি ২০২১; ২৬ জুন ২০২১; ১৫ জুলাই ২০২১, ২৭ অক্টোবর ২০২১ (সব কটি সভাই অনলাইনে); ১৩ এপ্রিল ২০২২; ২৬ মে ২০২২;২৪ জুন ২০২২; ৯ আগস্ট ২০২২; ২৪ নভেম্বর ২০২২; ৪ জানুয়ারি ২০২৩; ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; ২৪ মার্চ ২০২৩; ১ জুন ২০২৩; ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩; ৪ ডিসেম্বর ২০২৩।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

শোক প্রস্তাব

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন দেশে ও বিদেশের প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে।

বিগত তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে আমরা এ আই পি এস ও রাজ্য কমিটির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে হারিয়েছি তরুণ মজুমদার, আনন্দদেব মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ সেন, অনিল ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব গুহ, দেবেশ রায়, ড. বরুন মুখার্জী, ডা. গৌরীপদ দত্ত, গৌতম নিয়োগী, হোসেনুর রহমান, কৃষ্ণ ধর, মদন ঘোষ, মৃন্ময় ভট্টাচার্য, পি এন রায়, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, আর সি সিং, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যামল চক্রবর্তী, ডাঃ সুবীর দত্ত, সুদর্শন রায় চৌধুরী, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, উষা গাঙ্গুলী,মৃদুল দে'কে।

হারিয়েছি সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ওয়াসিম কাপুর, গীতেশ শর্মা এবং সভাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য রথীন চক্রবর্তীকে।

বিগত রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী সময়ে প্রয়াত হয়েছেন সংগঠনের সহসভাপতি অশোক বক্সি, জয়হিন্দ সিং, মানব মুখার্জি, শম্ভুনাথ কুন্ডু, সমীর ভট্টাচার্য, শিবশঙ্কর রায় এবং রাজ্য কমিটির সদস্য তরুণ ভরদ্বাজ, রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য পিলু ভট্টাচার্যকে।

এ সময়ে আমরা হারিয়েছি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী, সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেসকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জী, প্রখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার, কৃষি বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন, প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ রাশিদ খান, ড. সুধীর চক্রবর্তী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সমরেশ মজুমদার, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কঙ্কন ভট্টাচার্য, ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ, বিজ্ঞানী বিকাশ সিংহ, অধ্যাপক অমল কুমার মুখোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী ঈশা মহম্মদ, দেহদান আন্দোলনের সংগঠক ব্রজ রায়, মলয় রায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বিশ্বকোষ পরিষদের কর্ণধার পার্থ সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট কার্টুনিস্ট নারায়ণ দেবনাথ, নৃত্যশিল্পী অমলাশঙ্কর, অভিনেত্রী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, সুরকার বাপ্পী লাহিড়ী, সঙ্গীত শিল্পী পূর্বা দাম, সুমিত্রা সেন, রাজেশ্বর ভট্টাচার্য, কল্যাণী কাজী, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মিলখা সিং, তুলসীদাস বলরাম, মহম্মদ হাবিব, সুভাষ ভৌমিক ক্রিকেটার সেলিম দুরানি, বিষেন সিং বেদী, সমাজকর্মী স্টান স্বামী, বাচিক শিল্পী প্রদীপ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ, সাংবাদিক বরুণ দাশগুপ্ত, প্রাক্তন সাংসদ অবনী রায়, প্রাক্তন সাংসদ রূপচাঁদ পাল, প্রাক্তন সাংসদ বীর সিং মাহাতো, রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়া, সাংস্কতিক কর্মী গৌতম হালদার, চলচ্চিত্র শিল্পী শ্রীলা মজুমদার, অধ্যাপক সামন্তক দাশ, কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার, প্রাক্তন বিধায়ক ও নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক মহারাণী কোঙার, প্রাক্তন বিধায়ক অপরজিতা গোপ্পী কে।

বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সুব্রত মুখার্জী, সাধন পান্ডের প্রয়াণে সম্মেলন শোকজ্ঞাপন করছে।

বিগত সম্মেলন পরবর্তী সময়ে প্রয়াত হয়েছেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আজাহারউদ্দিন খান, ভাষা সৈনিক আব্দুল গফর চৌধুরী, লেখক হাসান আজিজুল হক, ফুটবল সম্রাট পেলে, ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা, মারিও জাগালো, বেকেনবাওয়ার। শহীদ যুবনেতা মইদুল ইসলাম মিদ্যা ও ছাত্রনেতা আনিস খানকে রাজ্য সম্মেলন শোকাহত চিত্তে স্মরণ করছে।

প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলী হানাদারিতে প্রয়াত মানুষদের মৃত্যুতে সম্মেলন গভীর শোক প্রকাশ করছে।

করোনা অতিমারির ভয়ঙ্কর প্রকোপে প্রয়াতদের জন্য রাজ্য সম্মেলন শোকজ্ঞাপন করছে।

রেল দুর্ঘটনায় প্রয়াতদের, প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রয়াতদের জন্য রাজ্য সম্মেলন শোকজ্ঞাপন করছে।

সম্মেলন বেদনাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করছে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে, বিচ্ছিন্নতাবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তি, শান্তি-সংহতি বিনষ্টকারীদের হাতে নিহত শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণে নিহত যুবনেতা মইদুল ইসলাম মিদ্যা এবং ছাত্র নেতা আনিস খানের প্রতি এই সম্মেলন শোক প্রকাশ করছে।

প্রস্তাবক - সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে শ্রী রবীন দেব।

প্রস্তাব-১

স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবির সমর্থনে

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন প্যালেস্তিনীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছে এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের কার্যকর হস্তক্ষেপ দাবি করছে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব যথার্থই বলেছেন, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন ছাড়া প্যালেস্তাইন সংকটের নিরসন অসম্ভব।

'আক্রান্ত' অজুহাত দেখিয়ে গত ৭ অক্টোবর (২০২৩) থেকে প্যালেস্তাইনের গাজা ভূখন্ডে ইজরায়েলী সামরিক বাহিনী যে নির্বিচার গণহত্যা চালাচ্ছে ইতিহাসে তার তুলনা অল্পই। অসামরিক জনতা, বিশেষত শিশু, নারীদের হত্যা করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল। অবিলম্বে এই গণহত্যা বন্ধ করতে হবে।

প্যালেস্তাইন প্রশ্নে রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবগুলি ইজরায়েলের নেতিনিয়াহু সরকার মানতে রাজি নয়। ১৯৯৩ সালে নরওয়ের রাজধানী অসলো শহরে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে ইজরায়েল এবং পি এল ও-র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল লক্ষ্যপূরণ এখন দূর অস্ত। ইজরায়েলী সরকার অসলো চুক্তির সাফল্য চাইছে না।

বলাবাহুল্য, ইজরায়েলী আগ্রাসনবাদের পিছনে আছে ওয়াশিংটনের সমর্থন। ইজরায়েলকে লাগাতার অস্ত্র ও অর্থ যুগিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী দেশগুলি। প্যালেস্তাইনে ইজরায়লী দখলদারি জিইয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক পশ্চিম এশিয়া নীতিরই অংশ।

উদ্বেগজনক ও লজ্জাজনক মোদী সরকারের ভূমিকাও। ইতিহাসে কখনও ভারতের কোনো সরকার এভাবে ইজরায়েলের প্রতি সমর্থন জানায়নি। জায়নবাদ ও হিন্দুত্ববাদের মধ্যে স্বাভাবিক মৈত্রীই ইজরায়েল-পন্থী সরকারী অবস্থানের কারন। ইজরায়েলের কট্টর দক্ষিণপন্থার পক্ষাবলম্বন করা এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক শক্তির রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ। প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ভারতের সময় পরীক্ষিত নীতির বদল ঘটায় গোটা বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতের কাছে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। ভারত থেকে ইজরায়েলে শ্রমিকদের পাঠানো হচ্ছে সস্তা শ্রমিক হিসেবে।

ফলে এই মুহূর্তে প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সংহতি আন্দোলনে টেনে আনতে হবে। জনসমাবেশ প্রসারিত করেই সরকারকে নীতি বদলে বাধ্য করতে হবে।

চলতি পর্বেও বিশ্বব্যাপী প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনের বিস্ফোরণ সকলে প্রত্যক্ষ করেছেন। এমনকি আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো দেশগুলিতেও সাধারণ মানুষ সরকারের ইজরায়েলী তোষণ নীতির বিরোধিতায় সংঘবদ্ধ হয়েছেন রাস্তায় নেমে।

চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন এরাজ্যে প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনকে আরও ব্যাপক আরও শক্তিশালী করে তোলার প্রচেষ্টায় সর্বস্তরের মানুষকে সমবেত হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক ঃ জ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সমর্থক ঃ প্রতীপ মুখার্জি

প্রস্তাব-২

সামরিক জোট ন্যাটোর অবিলম্বে বিলুপ্তির দাবী

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো'র আগ্রাসী ভূমিকার নিন্দা করছে এবং অবিলম্বে এই জোটের বিলুপ্তি দাবি করছে।

১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আরও ১১ টি পশ্চিমী দেশ মিলে ন্যাটোর প্রতিষ্ঠা করে। তারপর থেকে ন্যাটোর সম্প্রসারণবাদী নীতি অব্যাহত রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হবার সময় ন্যাটোর সদস্য ছিল ১৬টি রাষ্ট্র। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ারশ চুক্তিও ১৯৯১ সালে বিলুপ্ত। কিন্তু, ন্যাটো বিলুপ্ত করা হয়নি। উল্টে ন্যাটোয় এখন মোট ৩১টি দেশকে যুক্ত করা হয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের দুপাড় ছাপিয়ে ন্যাটো এখন সক্রিয় বিশ্বের সর্বত্র--এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পর্যন্ত। সর্বত্র যুদ্ধের জিগির তোলাই ন্যাটোর কাজ।

ন্যাটোই এখন অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রধান পান্ডা। ধারাবাহিকভাবে তারা রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করে চলেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা ও সংঘাত বৃদ্ধির জন্য ন্যাটো ক্লান্তিহীন।

ন্যাটো সদস্যদের সম্মিলিত সামরিক ব্যয় বিশ্বব্যাপী মোট সামরিক ব্যয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ। ন্যাটো নেতৃত্ব চায়, সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ দেশে তাদের জিডিপির কমপক্ষে ২ শতাংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ করুক ২০২৪ সালের মধ্যে।

২০২২ সালে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ন্যাটো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যুদ্ধবাদী কার্যকলাপ প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই শীর্ষ সম্মেলনে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং নিউজিল্যান্ডও অংশ নেয়। ভারতকেও তারা তাদের যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী দুষ্কর্মের শরিক করতে সক্রিয়। বিশেষত মোদী সরকারের উপর তারা ভরসা করছে। মোদী সরকার ইতিমধ্যেই ভারতকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'কোয়াড' জোটে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

নয়া উদারবাদী বিশ্বে ন্যাটো-কে বিশ্ব সামরিক জোটে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। ন্যাটোর উপস্থিতি এবং অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির জন্য বড় বিপদ। বিশ্বের পয়লা নম্বর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ন্যাটোর লক্ষ্য।

চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন ন্যাটোর যুদ্ধবাজ নীতির বিরোধিতা করছে এবং অবিলম্বে ন্যাটোর বিলুপ্তির দাবিতে ব্যাপকতর জনসমাবেশ ঘটানোর জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক ঃ পারভেজুর রহমান বিশ্বাস সমর্থক ঃ ধ্রুবশেখর মন্ডল

প্রস্তাব-৩

স্বাধীন বিদেশ নীতিতেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন স্বাধীন বিদেশ নীতির প্রশ্নে মোদী সরকারের সমঝোতামূলক এবং আত্মসমর্পণমূলক অবস্থানে উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

নানাবিধ ত্রুটি দুর্বলতা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি নির্মিত হয় মোটের উপর প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের ঔপনিবেশিকতাবাদবিরোধী সংগ্রামের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে। সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষ এবং জায়নবাদ বিরোধিতা এবং ঔপনিবেশিক মুক্তি আন্দোলন, জোটনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকারের পক্ষে স্বাধীন ভারতের ভুমিকা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দেশের মর্যাদা এবং প্রভাব বাড়িয়েছে।

কিন্তু তিন দশকের উপর নয়া উদারবাদী বিশ্বায়ন পর্বে স্বাধীন বিদেশনীতি বেপরোয়াভাবে উপেক্ষিত। বিশেষত, মোদী জমানায় কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদের অধস্তন সহযোগীর ভূমিকা নিতে অতি-তৎপর। ভারত এখন আমেরিকার তথাকথিত 'প্রধান প্রতিরক্ষা সহযোগী'তে পরিণত হয়েছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'কোয়াড' গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজেপি-শাসিত ভারত ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব ভূ-স্ট্র্যাটেজিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে ভারতকে জুড়ে নেওয়া হচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুততায়।

বদলে গেছে ভারতের পশ্চিম এশিয়া নীতিও। জায়নবাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদের গভীর সাযুজ্য দু'দেশের শাসক মহলের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ করছে দেশের বিদেশ নীতি।

মোদী সরকার-শাসিত ভারত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে কার্যত অনুপস্থিত। একের পর এক জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেননি। জি২০ শীর্ষ বৈঠক নিয়ে ঢক্কানিনাদেও মোদী সরকারের বিদেশ নীতির অন্তসারশূন্যতা স্পষ্ট।

প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও কার্যত শিকেয় উঠেছে। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঙ্খিত মাত্রা অর্জিত না হওয়ার অন্যতম কারণ সব কিছুকেই চীনের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বিচার করার প্রবণতা। সার্কের মতো আঞ্চলিক মঞ্চগুলিও যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

আর্থিক ও সামরিক স্বার্থেই ওয়াশিংটন তার চীনবিরোধী রণকৌশলে জুড়ে নিতে চায় ভারতকে। ওয়াশিংটন চায়, তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণে নির্ধারিত হোক ভারত-চীন সম্পর্ক।

জাতীয় স্বার্থে সময়-পরীক্ষিত স্বাধীন বিদেশ নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যেও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গঠনে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক ঃ অলকেশ দাশ সমর্থক ঃ ডলি রায়

প্রস্তাব-৪

সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার দাবির সমর্থনে

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন দেশে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় সর্বস্তরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন গণতন্ত্রমনস্ক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকে সমবেত হবার আহ্বান জানাচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন শান্তি ও সুস্থিতির অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হলেও ২০২১ সালে বিজেপি কেন্দ্রে দ্বিতীয় বারের জন্য সরকার গঠনের পর থেকে সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচী আরও আগ্রাসী। সংঘ পরিবার এদেশে হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে মরীয়া। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো গুরুতর বিপদের মুখে।

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্রকে পরিবর্তনের লক্ষ্যেই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ প্রবণতা তীব্রতর হয়েছে। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে 'অভিন্ন' দেওয়ানি বিধি -- সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বাড়ানোই সংঘ পরিবারের লক্ষ্য।

সরকারী উৎসাহ ও উদ্যোগে দেশের শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলিরও সাম্প্রদায়িকীকরণ চলছে। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাগাধুনিক ধর্মীয় অনুষঙ্গের আড়ম্বরের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট। উত্তর প্রদেশে রাম মন্দিরের উদ্বোধনের নামে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফয়দা তোলার ফন্দিও স্পষ্ট। সমগ্র বিষয়টিকে একটি রাষ্ট্রীয় প্রকল্প হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে। সাংবিধানিক নীতিকে ধূলিসাৎ করে।

কর্পোরেট-কমিউন্যালিজম কুটিল গাঁটছড়ার স্বরূপ একের পর এক স্পষ্ট হচ্ছে মোদী জমানায়। শাসকের বিভেদ ও বিভাজনবাদী রাজনীতি গণতন্ত্রের সবকটি স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করতে চায়।

বিপন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো। অতীতের চেয়ে বেশি আগ্রাসীভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ওপর বোঝা বাড়ছে অভূতপূর্ব মাত্রায়। বৈদেশিক ঋণ বাড়ছে হু হু করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মহীনতার সমস্যা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। অতি-সক্রিয় রাষ্ট্রের হাতে স্বৈরাচার আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে-- -- সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলিকে গুরুত্বহীন করা হচ্ছে। সংসদে ভিন্ন কণ্ঠস্বর দমন করা হচ্ছে নজিরবিহীন কায়দায়। বিচার ব্যবস্থাকে বশিভূত করার অপচেষ্টার পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, মহিলা কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বতন্ত্রতা ক্রমাগত লঘু করে দেওয়া হচ্ছে। নাগরিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, বাক স্বাধীনতা, তথ্যের অধিকারের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে নজিরবিহীন ক্রূরতায়। অনলাইন ডিজিটাল মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হচ্ছে। নিউজ পোর্টাল 'নিউজক্লিক'-র কণ্ঠরোধের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। নাগরিকদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা পদদলিত করা হচ্ছে বিচিত্র পদ্ধতিতে। পরিস্থিতি সম্ভবত জরুরী অবস্থার সময়কার চেয়েও খারাপ।

সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার হুঙ্কার সংখ্যালঘুদের মধ্যেও মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে অক্সিজেন যোগাচ্ছে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক প্রশ্নে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগকে ভাঙতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিই এখন নয়া উদারবাদী শাসকের ভরসা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে। রাজ্য সম্মেলন মনে করে, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের সপক্ষে সাধারণ সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার নিবিড় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রস্তাবক ঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য সমর্থক ঃ অশোক গুহ

প্রস্তাব-৫

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষার পক্ষে

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন আমাদের রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। গভীর এক সঙ্কটের মধ্যে নিমজ্জিত পশ্চিমবঙ্গ। গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের উপর নিত্য আক্রমণ। ভিন্নমতাবলম্বীদের উপর ছলে বলে কৌশলে নামিয়ে আনা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, তথ্য কমিশন, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির আইন-নির্দিষ্ট স্বতন্ত্রতা লঙ্ঘন এখন শাসকের প্রাত্যহিক অভ্যাস। বাক স্বাধীনতা ও তথ্যের স্বাধীনতা নিয়ত লাঞ্ছিত। সরকারী প্রশাসনকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে দায়বদ্ধ করে তোলার শাসানি জারি রয়েছে নজিরবিহীন মাত্রায়। শাসকের ইচ্ছাকে শিরোধার্য করে এমনকি উচ্চ আদালতের বিচার প্রক্রিয়াকেও দলীয় বাহিনী দিয়ে ব্যাহত করার নগ্ন প্রচেষ্টা এখন প্রায় নিত্য-ঘটনা। নির্বাচনী প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই প্রহসনে পরিণত।

সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সাম্প্রতিককালে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আমাদের রাজ্যে। সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা নতুন উৎসাহে মাথা তুলছে।

সরকারী ব্যয়ে মন্দির নির্মাণ এরাজ্যে রাজনৈতিক ধর্ম-ব্যবসার নতুন ফিকির। পূজা পার্বণগুলিও দলীয় রাজনীতির আখড়ায় পরিণত। শাসকের বদান্যতায় সংঘ পরিবারের শাখা জাঁকিয়ে বসছে মহল্লায় মহল্লায়। আর পুঁজি-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার কুশলী মধ্যস্থতায় পল্লবিত হচ্ছে দ্বিমেরুকরণের কুরাজনীতি। কখনও ধর্ম, কখনও জাতপাত, কখনও ভাষা, কখনও উপভাষা মানুষে মানুষে ঐক্যের গৌরবজনক ঐতিহ্যকে নানা অজুহাতে মাটিতে টেনে নামাচ্ছে শাসকের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা।

এসব ঘটছে এমন একটা সময়ে যখন রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। রাজ্যের ঋণ গ্রস্ততা প্রতিদিন রেকর্ড ভাঙছে। কর্মসংস্থানের সমস্ত সুযোগ কবরস্থ করা হচ্ছে। সরকারী দপ্তরে নতুন নিয়োগ বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গ এখন গোটা দেশে স্বল্প-মজুরি সম্পন্ন পরিযায়ী শ্রমিকের যোগানদার।

শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হেন কুকর্ম নেই বাকি রেখেছে বর্তমান শাসক। বেসরকারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বন্ধ রেখে, শিক্ষাঙ্গনগুলির গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিধ্বস্ত। স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান -- ছাত্র ভর্তি কমেছে উদ্বেগজনক মাত্রায়। শিক্ষক নিয়োগে চরম দুর্নীতি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনাস্থা তৈরি করছে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের মধ্যে।

দুর্নীতি শুধু শিক্ষক নিয়োগে নয়, সরকারের সর্বস্তরে। পঞ্চায়েত পুরসভাগুলি এখন শাসক-পক্ষদের অবাধ লুটতরাজের অভয়রাণ্য। একাধিক মন্ত্রী, শাসক দলের বিধায়ক, এবং উচ্চ পদাধিকারী ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতির অভিযোগে জেল-বন্দী। কেউ কেউ সপরিবারে।

আগামীর শক্তিকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলাই রাজ্যে এখন শাসকের রক্ষাকবচ-রাজনীতি। নৈরাজ্যের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার রাষ্ট্রীয় শক্তি ঢাকতে চাইছে তাদের যাবতীয় দুষ্কর্ম।

বিদ্যমান এই রাজনৈতিক সামাজিক দুর্বিপাক থেকে মুক্তি শান্তি ও সুস্থিতির অন্যতম প্রাথমিক শর্ত। আশার কথা বিকল্পের অনমনীয় সংগ্রামে প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছেন নতুন নতুন নরনারী। বিশেষত তরুণ তরুণীরা।

রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের এই গ্রহণ-পর্ব অবসানের সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক ঃ উৎপল দত্ত সমর্থক ঃ দেবব্রত রায়

প্রস্তাব-৬

রাজ্যে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন এরাজ্যে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে আরো প্রসারিত ও শক্তিশালী করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা নানা প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে।

এ আই পি এস ও এরাজ্যে লেখক শিল্পী শিক্ষক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ক্রীড়াবিদ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব, মানবাধিকার কর্মী- সমাজের সর্বস্তরের উল্লেখযোগ্য অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন। বারোটি জেলায় সংগঠন এখন নানা মাত্রায় সক্রিয়। অতিমারিতে এক বছরের বেশি সময় নষ্ট না হলে আরও বেশি জেলায় সংগঠন গড়ে তোলা সহজ হতো। পঞ্চাশেরও অধিক গণসংগঠন (ছাত্র যুব শিক্ষক মহিলা কৃষক খেতমজুর শ্রমিক পাইওনিয়ার মধ্যবিত্ত কর্মচারী কলেজ

শিক্ষাকর্মী উদ্বাস্তু প্রভৃতি) রাজ্যে এ আই পি এস ও-র সদস্য; যাদের মাধ্যমে নানা শ্রেণীর ও বর্গের বিপুল সংখ্যক সচেতন ও সংগঠিত মানুষের সঙ্গে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। গণসংগঠনগুলির সংযুক্তি আমাদের সংগঠনকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে নতুন নতুন মানুষ সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়েছেন। বিভিন্ন সামাজিক অংশের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের সদস্য নন এমন অনেক মানুষ এখন এ আই পি এস ও-র কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠন এখন অনেক ক্ষেত্রে সক্রিয়তর ভূমিকা পালনে সক্ষম। করোনা অতিমারি পর্বের দুর্বিপাক কাটিয়ে লাগাতার কর্মসূচী পালন সম্ভব হয়েছে। সংগঠন পরিচালনায় পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহমতের ভিত্তিতে কর্মপরিচালনার রীতিতে সংগঠন এখন অভ্যস্ত। আগামী সময়ে সংগঠনকে আরও ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় করতে হবে।

শান্তি ও সংহতি আন্দোলনের নীতি ও মতাদর্শগত ভিত্তি সম্পর্কে সদস্যদের চেতনার প্রসার ঘটাতে হবে। নয়া উদারবাদ পর্বে নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবস্থার আরও উন্নতি ঘটানোর অবকাশ রয়েছে। কার্যকর হস্তক্ষেপের সামর্থ্য অর্জনের জন্য শান্তি ও সংহতি আন্দোলনকে এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে।

রাজ্যের সমস্ত জেলায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শুধু জেলা সংগঠন গড়ে তুললেই হবে না, সংগঠনের সক্রিয়তা বাড়াতে হবে বহুগুন। নিষ্ক্রিয়তা-মুক্ত জেলা কমিটি গঠন আগামী সময়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জেলা কমিটিগুলি সক্রিয় আঞ্চলিক শাখা কমিটি গড়ে তোলার কাজে হাত দেবে।

সংগঠনের বহুমুখী কার্যকলাপ পরিচালিত করতে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে সর্বস্তরে। অর্থ সংগ্রহ সংগঠনের সক্রিয়তারই অন্যতম সূচক।

সদস্য-গণসংগঠনগুলির সঙ্গে সমন্বয় আরও নিবিড় করে তোলা অতীব জরুরী। সংগঠনে তরুণদের আরও বেশি সংখ্যায় যুক্ত করতেই হবে। নেতৃত্বে আনতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক অংশের প্রতিনিধিত্ব আরও বাড়াতে হবে। সংগঠনে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।

সর্বোপরি সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হবে আরও বহুগুণ। আগামী রাজ্য সম্মেলনের আগে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করা আমাদের লক্ষ্য।

রাজ্য কমিটির বুলেটিন ও অন্যান্য প্রকাশনার কাজে আরও অনেক উন্নতি ঘটাতে হবে। নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়াসহ অন লাইন মিডিয়ার সর্বোচ্চ ব্যবহারে সংগঠন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি পূরণে আরও সংগঠিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রস্তাবক ঃ তমোনাশ ভট্টাচার্য

সমর্থক ঃ পারমিতা দাশগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র (এআইপিএসও) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনের গৃহীত প্রতিবেদন ও প্রস্তাবগুলি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো। সংগঠনের সদস্যদের জন্যই মূলত এই উদ্যোগ।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি (২০২৪) কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে (৪৭ গণেশ চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলকাতা ৭০০ ০১৩) অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলন। চতুর্থ রাজ্য সম্মেলনের নগরের নামকরণ করা হয় প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে (প্যালেস্তাইন সংহতি নগর) এবং মঞ্চের নামকরণ করা হয় প্রয়াত তরুণ মজুমদার, ওয়াসিম কাপুর ও গীতেশ শর্মা'র নামে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার ছিলেন-এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট শিল্পী ওয়াসিম কাপুর এবং হিন্দি ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিক গীতেশ শর্মা ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য। প্রসঙ্গত, এ আই পি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর। দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর। তার আগে ২০১৩ সালের ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম রাজ্য সম্মেলন। প্রথম তিনবারই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শিয়ালদহের কাছে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের কেশব মেমোরিয়াল হলে। এবার চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নতুন জায়গায়।

সকাল সাড়ে দশটায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক এবং এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পী ও সংগঠনের অন্যতম সহ-সভাপতি কাজী কামাল নাসের। চতুর্থ সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে অধ্যাপক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তি রক্ষার প্রশ্নে উদ্যোগী হতে হবে সবাইকে। যে কোনও যুদ্ধের পিছনে থাকে এক শ্রেণীর মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক থেকে বিভিন্ন ভাবে ফায়দা তোলার অভিসন্ধি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যলোভী বৃহৎ পুঁজিপতি ও কর্পোরেট সংস্থাও নিজের স্বার্থের লক্ষ্যে যুদ্ধে মদত দেয়, যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরি করে, যুদ্ধ জিইয়ে রাখতে চায়। এই যুদ্ধ উন্মাদনা তৈরির পিছনে সংবাদ মাধ্যমের একাংশেরও ভূমিকার তিনি সমালোচনা করেন।

সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে এআইপিএসও'র অন্যতম সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হরচাঁদ সিং বাট বলেন, "বেশিরভাগ মানুষ শান্তির পক্ষেই, কিন্তু কিছু মানুষ বিভিন্ন স্বার্থে এই যুদ্ধ বাধায়, তাই শান্তির প্রশ্নে মানুষকে একজোট হতে হবে। মানুষ একজোট হলেই যুদ্ধবাজরা ভয় পায়। তিনি প্যালেস্তাইনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করে বলেছেন, ইজরায়েলের এই নারকীয় হামলার নিন্দায় সরব হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শান্তিকামী মানুষ। প্যালেস্তাইনবাসীর স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পক্ষেও বহু দেশ, তবে আমেরিকা সহ কিছু দেশ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়েও এই যুদ্ধে মদত যোগাচ্ছে। প্যালেস্তাইনে যা হচ্ছে তা শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ গণহত্যা।" এই নারকীয় হত্যালীলার বিরুদ্ধে বড় ভূমিকা এআইপিএসও পালন করবে বলে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেন।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নীলোৎপল বসু। তিনি বলেন, "ইজরায়েল রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ এবং জায়নবাদ উভয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। সাম্রাজ্যবাদ জায়নবাদকে পুষ্ট করছে। ইজরায়েলী

ইতিহাসবিদ ইলান পাপ্পের লেখাতেও সেই বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, হত্যাভিযান চালিয়ে প্যালেস্তিনীয়দের নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে ইজরায়েল। সাম্প্রতিক সময়ে সেই কৌশল আরও স্পষ্ট। তার ফলে এমনকি পশ্চিমী দেশগুলির সকলের পক্ষেও সবক্ষেত্রে ইজরায়েলকে সমর্থন করা সম্ভব হচ্ছে না। ইজরায়েল রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশও মানছে না। এর বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বজুড়ে জনমত গড়ে উঠছে। পশ্চিমী বিশ্বের এমন কোনও বড় শহর নেই, যেখানে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে মিছিল সমাবেশ হয়নি।" বসু বলেন, সেই পরিস্থিতি গোটা বিশ্বের মানুষকে পথে নামাচ্ছে। এর ফলে শান্তি আন্দোলনের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার বোধের দাবিকে, পরিবেশের দাবিকে, কর্পোরেট লুঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে যুক্ত করতে হবে।

রাজ্য সম্মেলন পরিচালনার জন্য গঠিত সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন রবীন দেব, মনোজ ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী, ড. রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি, অধ্যাপক তরুণ পাত্র, শ্রাবণী সেনগুপ্ত, শ্যামশ্রী দাস, শিল্পী কাজী কামাল নাসের প্রমুখ। সম্মেলনের স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয় রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে।

সম্মেলন খসড়া সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ (অঞ্জন) বেরা। খসড়া প্রতিবেদনের ওপর ২৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। এবারের সম্মেলনে অংশ নেন, ১৩টি জেলা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, দার্জিলিং, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া) এবং ৪৯টি গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধিরা সকলেই তাঁদের ভাষণে সংগঠনের বিস্তারে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিশিষ্ট লেখক শিল্পী ও রাজ্য বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য ড. সুখবিলাস বর্মা প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য পেশ করেন। সকলের অনুরোধে তিনি একটি লোকসঙ্গীতও পরিবেশন করেন। সম্মেলনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা পাঠান মেঘনাদ ভট্টাচার্য, পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এদিন সম্মেলন মঞ্চ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠন, সামরিক জোট ন্যাটোর অবিলম্বে বিলুপ্তি, স্বাধীন বিদেশ নীতিতেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা, সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষা করা, পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য রক্ষা করা সহ ৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সভাপতিমন্ডলীর সদস্য রবীন দেব। সব কটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ কুনাল বাগচি ১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন সৌমেন্দ্রনাথ (অঞ্জন) বেরা। জবাবী ভাষণে তিনি বলেন, "শান্তি আন্দোলন কেবল যুদ্ধ হলে পথে নামে না। কর্পোরেট সাম্রাজ্যবাদ যেখানে যেখানে হস্তক্ষেপ করে, সেখানেই অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই অস্থিরতা ভবিষ্যতে সামরিক সংঘাতের জন্ম দেয়। সামরিক সংঘাত এড়াতে শান্তি আন্দোলনকে হস্তক্ষেপ করতে হবে অস্থিরতা ঠেকাতে। তার ফলে টেলিকম, ব্যাঙ্ক, বিমা কর্মচারীদের আন্দোলন থেকে শুরু করে কৃষক আন্দোলন সমস্ত কিছুর সঙ্গে শান্তি আন্দোলন সম্পৃক্ত। স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আমরা সংবিধানের মৌলিক আদর্শগুলি পেয়েছি। সামাজিক ন্যায়ের ধারণা পেয়েছি। কিন্তু কর্পোরেট ও উগ্র জাতীয়তাবাদের মিশেলের রাজনীতি সেটাকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে এআইপিএসও'র অন্তর্গত সংগঠনগুলির সংগ্রামের পুঞ্জিভূত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে এগোতে হবে।"

আলোচকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে যেসব সুপারিশ পরামর্শ এসেছে সেগুলি স্বাগত। নব গঠিত রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী ও রাজ্য কমিটি সেগুলি সব বিবেচনা করে প্রতিবেদনে প্রয়োজন মত অন্তর্ভূক্ত করবে। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন গৃহীত হয় সর্বসম্মতভাবে। গৃহীত সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি প্রকাশ করা হবে বলেও জানানো হয়। চতুর্থ রাজ্য সম্মেলন থেকে সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি নির্বাচিত হয় সর্বসম্মতভাবে। সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হন অধ্যাপক সৌমেন্দ্রনাথ (অঞ্জন) বেরা (সাধারণ সম্পাদক-কোঅর্ডিনেটর), প্রবীর ব্যানার্জি এবং অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য। সব শেষে সভাপতিমন্ডলীর তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবীন দেব প্যালেস্তাইন সংহতি আন্দোলনে এআইপিএসও-র ভূমিকার উল্লেখ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদেরও তিনি ধন্যবাদ জানান। অভিনন্দন জানান স্বেচ্ছাসেবকদের। বিকাল পাঁচটা নাগাদ সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী

(২০২৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি এ আই পি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চতুর্থ সম্মেলনে নির্বাচিত)

সভাপতিমন্ডলী

অশোক নাথ বসু	কাজী কামাল নাসের	পরিমল দেবনাথ	রবীন দেব	শোভনলাল দত্তগুপ্ত
বিপ্লব মজুমদার	কুসুম জৈন	প্রবীর দেব	রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি	সুশ্নাত দাশ
কল্যাণ সেন বরাট	মনোজ ভট্টাচার্য	প্রতীপ মুখোপাধ্যায়	সমর চক্রবর্তী	তরুণ পাত্র

প্রবীর ব্যানার্জি, **সাধারণ সম্পাদক**

বিনায়ক ভট্টাচার্য, **সাধারণ সম্পাদক**

সাধারণ সম্পাদক

সৌমেন্দ্রনাথ বেরা (অঞ্জন), সাধারণ সম্পাদক-সমন্বয়ক

সম্পাদক

অরিন্দম মুখার্জি	দেবব্রত রায়	মৌসুমী রায়	প্রদীপ দত্ত গুপ্ত	শ্রাবণী সেনগুপ্ত	তাপস চ্যাটার্জি
আরশাদ আলি	জ্যোতিকৃষ্ণ চ্যাটার্জি	মৃণাল দাস	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়	তমোনাশ ভট্টাচার্য	উৎপল দত্ত
অশোক গুহ	খগেন্দ্রনাথ অধিকারী	পারভেজুর রহমান বিশ্বাস	রাজীব ব্যানার্জী	তপন গাঙ্গুলী	

কোষাধ্যক্ষ

কুনাল বাগচি

প্রদীপ গুপ্ত (স্থায়ী আমন্ত্রিত)

অফিস সম্পাদক

দীপঙ্কর মজুমদার

মহঃ নওশাদ

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে
(৫৫ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯)
অফিস সম্পাদক দীপঙ্কর মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং দি নিও প্রিন্ট কনসার্ন দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক
হরচাঁদ সিং বাট

পতাকা উত্তোলন করছেন রাজ্য সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য
রবীন দেব

সর্বভারতীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য
নীলোৎপল বসু

রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক
অঞ্জন বেরা

রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক
বিনায়ক ভট্টাচার্য

রাজ্যের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক
প্রবীর ব্যানার্জী

হিসাব পেশ করছেন
কোষাধ্যক্ষ